চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার মশলা Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 15 September, 2020 ■ আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২৯ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অধিবেশনের প্রথম দিনেই করোনা আক্রান্ত ২৫ জন সাংসদ

চিনা আগ্রাসন নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব কংগ্রেসের

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ১৪ সেপ্টেম্বর।। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। আর এদিনই জানা গেল করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন দেশের ২৫ জন সাংসদ। অধিবেশন শুরুর তিন দিন আগে সমস্ত সাংসদদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই পরীক্ষার রিপোর্টেই এই ২৫ জন সাংসদের দেহে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। নিয়ম মেনে, আক্রান্ত সাংসদরা কেউই এদিন সংসদে আসেননি।

জানা গিয়েছে, আক্রান্তদের মধ্যে ১৭ জন লোকসভার সাংসদ, রাজ্যসভার সাংসদ রয়েছেন ৯ জন। সবথেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি''র সাংসদরা। লোকসভায় বিজেপি''র ১২ জন সাংসদ আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। মীনাক্ষী লেখি, অনন্ত কুমারের মতো নেতা-নেত্রীর দেহে মিলেছে করোনা সংক্রমণ। এছাড়াও তালিকায় ওয়াইএসআর কংগ্রেসের দু''জন, শিবসেনা, ডিএমকে ও আরএলপি''র একজন করে সাংসদের নাম আছে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শুরু হয়ে গেল সংসদের বাদল অধিবেশন। সামাজিক দূরত্ব, মুখে মাস্ক-সহ যাবতীয় কোভিড-১৯ সতর্কতা মেনেই সোমবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন-সহ সমস্ত সাংসদদের মুখেই ছিল মাস্ক, বজায় রাখেন সামাজিক দূরত্ব। বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই, প্রাক্তন

রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত যশরাজ, ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগী, মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল লালজি ট্যান্ডন, উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী কমল রানী এবং চেতন চৌহান, এছাড়াও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রঘুবংশ প্রসাদ সিং-সহ অন্যান্যদের স্মৃতিতে এক ঘণ্টার জন্য সংসদ বন্ধ থাকে।

মার্চ মাস থেকে এযাবৎ যে সমস্ত নেতারা প্রয়াত হয়েছেন এবং দেশের সুরক্ষায় আত্মবলিদান দেওয়া সুরক্ষা বাহিনীকে শ্রদ্ধা জানান লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। করোনা-যোদ্ধাদেরও স্মরণ করেছেন লোকসভার স্পিকার। অধিবেশন শুরু হওয়ার ২০ মিনিট পরেই, এক ঘন্টার জন্য অধিবেশন মুলতুবি করেন স্পিকার।

পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন নিয়ে এবারের বাদল অধিবেশন উত্তপ্ত হবেই, এমনই মত রাজনৈতিক মহলের। বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনই পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন নিয়ে লোকসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং কে সুরেশ। এছাড়াও ১২ জন নিট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় দলমত নির্বিশেষে সকলকে একসাথে কাজ করার উপর মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় দলমত নির্বিশেষে সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। অসহায়, আর্ত ও মুমূর্ষু রোগীদের পাশে দাঁড়াতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ ক্যাম্পেরবাজারস্থিত স্বাবলম্বন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একদিনের মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন। স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭০তম জন্মদিন। এই জন্মদিনকে সামনে রেখে আজ ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭ দিন সারা দেশে 'সেবা সপ্তাহ' পালন করা হবে। এই কর্মসূচিতে থাকবে বৃক্ষরোপণ, স্বেচ্ছা রক্তদান, বিকলাঙ্গদের মধ্যে ট্রাইসাইকেল প্রদান, রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ, মাস্ক বিতরণ। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ ১৪-বাধারঘাট ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা এই স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে।

মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বানানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা এমন একজন প্রধানমন্ত্রীকে পেয়েছি যার আত্মত্যাগ, কর্মপ্রচেষ্টা, গরিবের প্রতি সহমর্মিতা অতুলনীয়। তিনি সততার প্রতীক। দেশের জন্য প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত কর্মসূচি নিয়েছেন তা বিদেশেও আজ প্রশংসিত হচ্ছে। করোনা মোকাবিলার জন্য আগে ভারতে পিপিই কিট, এন-৯৫ মাস্ক বা অন্যান্য জিনিস উৎপাদন হতো না। আজ প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগেই এই জিনিসগুলি দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ও ভ্রষ্টাচারমুক্ত সমাজ ও দেশ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। রাজ্যে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এখন ঘরে ঘরে স্ব-সহায়কদলের সদস্যরা মাস্ক তৈরি করেন। রাজ্য, জেলা, মহকুমা এমনকি প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ'িজেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের অ'িমিটার দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা নিরলসভাবে কাজ করছেন। তাই এখন সমালোচনা নয়, সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাধারঘাট এলাকার রাস্তা সংস্কারে এখন পর্যন্ত ১.৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এই এলাকার ১৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে উন্নীত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এছাড়া এই এলাকায় পানীয় জল সম্পসারণের কাজ এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পে ২ লক্ষ ৫০ হাজার কৃষককে বছরে ৬,০০০ টাকা করে সহায়তা করা হয়েছে।

রাজ্যের ক'ষকদের কাছ থেকে সরকার প্রতি কিলো ১৮.১৫ টাকা সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করছে। যারা মাছ বিক্রয় করেন সরকার তাদের নিজ পায়ে দাঁড় করানোর জন্য তপশিলি জাতি কল্যাণ নিগম থেকে ৩ বছরে প্রথম ধাপে ১০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় ধাপে ৫০ হাজার টাকা ও ত'তীয় ধাপে ৫০ হাজার টাকা ঋণ দেবে। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কল্যাণে সরকার কাজ করছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক মিমি মজমদার বলেন, যারা সমাজের জন্য সততার সাথে কাজ করেন তাদের অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় রাজ্যে মৃত্যু আরও সাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। করোনা আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রচারিত মিডিয়া বুলেটিন সূত্রে এই সংবাদ জানা গিয়েছে। বুলেটিন অনুযায়ী রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা ২০৭।

এদিকে, বর্তমানে রাজ্যে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭০৩০ জন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৯১৬৫ জন। সুস্থ হয়েছেন ১১ হাজার ৯২৫ জন। গত চব্বিশ ঘন্টায় রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টর থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন ৩৮৯ জন। অন্যদিকে চুরাইবাড়ি দিয়ে রাজ্যে সোমবার এসেছেন ৭১৭ জন।

আইজিএম হাসপাতালে হাতেনাতে ধৃত প্রতারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা আইজিএম হাসপাতালে বহুদিন ধরেই একটি দুষ্টচক্র কাজ করছে। দীর্ঘ ধরে এই অভিযোগ উঠছিল। অবশেষে সোমবার হাতেনাতে ধরা পড়লো আইজিএম হাসপাতালে। যে সকল রোগীরা আসে তাদের আত্মীয় পরিজনদের কাছ থেকে নানা কৌশলে বিভিন্নভাবে টাকা নিয়ে থাকে একটা চক্র। এক রোগীর রক্তের প্রয়োজন ছিল। রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা যখন রক্তের জন্য হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক সেই সময় অমিত দেববর্মা নামে এক প্রতারক রোগীর পরিজনদের কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা নেয় বলে অভিযোগ। রক্তের ব্যবস্থা করে দেবে বলে রোগীর আত্মীয়দের কাছে জানায় দুষ্ট চক্রের সদস্য। কিন্তু পরবর্তী সময় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রীসহ গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। খোয়াইয়ের তবলা বাড়ি এলাকায় হেরোইনসহ ১ ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। হেরোইনসহ আটক ব্যক্তির নাম গৌতম দাস। তার বাড়ি লাল টিলা এলাকায়। তার কাছ থেকে কুড়ি কৌটা হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা যায় উতমদাস নামে ওই ব্যক্তি এলাকায় হিরোইন বিক্রি করতে গিয়েছিল। তাকে দেখে স্থানীয় জনগণের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমরপুরে যান দূর্ঘটনায় নিহত এক, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। অমরপুবে পথ দূর্ঘটনায় ১ ব্যক্তি মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।অপর দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। মৃত ব্যক্তির নাম মনীন্দ্র কুমার জমাতিয়া.।আহতরা হলো সেবা ভক্ত জমাতিয়া এবং কৃষ্ণ সাধন জামাতিয়া। তাদেরকে প্রথমে অমরপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় অমরপুর হাসপাতাল থেকে গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। জানা গেছে একটি অটো রিস্কা দুর্ঘটনার কবলে পড়লে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার পর সকলেই রাস্তার পাশে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। ওই সময় একটি গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল।তখন ঐ গাড়িচালক তাদের আহত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে অন্যান্য যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পণ্যবাহী ট্রেনের গড় গতিবেগ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। লকডাউন পর্বে যেইদিন থেকে গোটা দেশে নিয়মিত যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচল বন্ধ ছিল, তখন থেকেই সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কর্মের গতি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

লকডাউন পর্ব কিছুটা অতিরিক্ত সময় দিয়েছে ট্যাক ও অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ কর্মের জন্য, যদিও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ে পণ্যবাহী ট্রেনের পাশাপাশি পার্সেলট্রেন চলাচল করেছে নিয়মিত এবং গোটা দেশে লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ ও সামগ্রী চলাচলে কিছু বিধিনিষেধ ছিল। এসব কাজই করা হয়েছিল বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সবরকম স্বাস্থ্যবিধি সোমাজিক দূরত্ব প্রভৃতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক নজরদারির জন্য, যদিও লকডাউন পর্বে পার্সেল ট্রেন ও পণ্যবাহী ট্রেনের বৃদ্ধি ঘটেছে। দেখা গেছে যে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে জোর দেওয়ার ফলে সম্পদ বিশ্বস্ততা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সম্পদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিনদুপুরে ধলেশ্বরে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ধলেশ্বর তিন নম্বর রোডে সোমবার দুপুর নাগাদ একটি বাইক চুরির ঘটনা ঘটেছে। জানা যায় একই বাড়ির কাছে বাইক দাঁড় করিয়ে এক শ্রমিক ওই বাড়িতে সকাল থেকে কাজ করছিল। বেলা তিনটে নাগাদ খাওয়া-দাওয়ার পর শ্রমিক যখন বাইরের দিকে লক্ষ করে তখন দেখে সেখানে বাইক নেই। তাতে তার মাথায় বাজ পড়ার উপক্রম।সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি অন্যান্য শ্রমিক এবং বাড়ির মালিককে জানানো হয়। খবর পাঠানো হয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধলাইয়ে করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। করোনা মোকাবেলায. সম্প্রতি রাজ্যে আসে তিন সদস্যক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলটি সোমবার ধলাই জেলা পরিদর্শন করে। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের তিন সদস্য যথাক্রমে ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সিনিয়র রিজিওনাল ডিরেক্টর ডাঃ সত্যজিত সেন, ডাঃ ডেইসি পান্না এবং ডাঃ পি কে ভার্মার সাথে ছিলেন ধলাই জেলা শাসক ময়ূর রতিলাল গোবেকার, ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ চেতন দেববর্মা, জেলা ম্যালেরিয়া আধিকারিক ডাঃ অ্যাপেলো কলই সহ-স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

এদিন ধর্মনগর থেকে সকালে হেলিকপ্টারে করে প্রতিনিধি দলটি আমবাসায় আসে। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এদিন ধলাই জেলা সদরে অবস্থিত জেলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, আমবাসা পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, আমবাসা বাড়ি এসবি স্কুলে থাকা তিনটি কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরবর্তী সময়ে ধলাই জেলা হাসপাতাল পরিদর্শণ করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা আমবাসা পি এইচ সি তে পনেরো শয্যা বিশিষ্ট ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল তৈরি করার বিষয়ে খোঁজ খবর নেন।

তাছাড়া ধলাই জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারটিকে আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার অঙ্গ হিসাবে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে পরিবর্তিত করার বিষয়ে জোর দেন। পরবর্তী সময়ে ধলাই জেলার জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জেলার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলার কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে বর্তমানে যে ব্যবস্থা রয়েছে তা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় দলের সদস্যরা।

তাছাড়া কোভিড পরিস্থিতিতে রোগীদের চিকিৎসার জন্য যেন আগরতলা যেতে না হয় সে বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে বলে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ধলাই জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপারেনটেনডেন্ট ডাক্তার সাগর মজুমদার।এদিন কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দলের পরিদর্শনের পর জেলায় কোভিড মোকাবিলা আরো জোরদার হবে বলে মনে করছে অভিজ্ঞ মহল। ধলাই জেলা সফর শেষে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলটি সড়ক পথে খোয়াই জেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

প্রণয়ের জেরে বিলোনীয় থেকে পলাতক প্রেমিক যুগল আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা বিলোনিয়া থেকে পালিয়ে আসা এক নাবালক ও নাবালিকাকে আটক করেছে আগরতলার পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ।জানা যায় এক নাবালক এবং নাবালিকা পালিয়ে এসে মন্দিরে বিয়ে করেছে বলে তারা দাবি করেছে। সোমবার তারা আগরতলা জগন্নাথ বাড়ি এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। তখন টহলদারি পুলিশের সন্দেহ হয়।সন্দেহভাজন নাবালক ও নাবালিকাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে মহিলা থানার পুলিশ জানতে পারে তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে মন্দিরে বিয়ে করেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহিঃরাজ্যে বিএড পড়ুয়াদের কোর্স ফি মিটিয়ে দিতে দপ্তরের কালঘাম ছুটছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় বহিঃরাজ্যে উপজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীরা বিএড এবং ডি এল এড কোর্স করতে গিয়েছিল। কিন্তু দপ্তরে গাফিলতিতে প্রথম বছরের কোর্সের ফি জমা দেওয়া হলেও, দ্বিতীয় বছরের কোর্স ফি কলেজে জমা দেওয়া হয়নি। আগামী ১ অক্টোবর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা শুরু হবে। কিন্তু কোর্সের বকেয়া টাকা মিটিয়ে না দেওয়াতে পরীক্ষায় বসতে সমস্যা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয় কলেজে পক্ষ থেকে।

এতে বিপাকে পড়তে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। গত একমাস যাবত একাধিকবার উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক এন টি ডালং -এর সাথে দেখা করে দপ্তরে ফান্ডে অর্থ নেই বলে জানতে পেরে অবশেষে ধর্নায় বসেছিল ছাত্র ছাত্রীরা। কিন্তু তাতে সুরাহা হয়নি। সোমবার আরো একবার দপ্তরে আধিকারিকের কাছে কোর্সের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে ডেপুটেশন প্রদান করে ছাত্র ছাত্রীরা। দপ্তর আধিকারিক এন টি ডালং জানিয়েছেন বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হয়েছে। সহসাই ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ডেপুটেশনের পর এমনটাই জানান রজনী দেববর্মা।তবে এখন প্রশ্ন হলো, রাজ্যে এধরনের ঘটনা একপ্রকার নজিরবিহীন ঘটনা। কারণ যেসব উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের বহিঃরাজ্যে গিয়ে বিএড এবং ডি এল এড কোর্স পড়ার মতো আর্থিক ক্ষমতা থাকে না বলে চলে, সে সব ছাত্র-ছাত্রীরাই উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের এ ধরনের সহযোগিতা গ্রহন করে বহিঃ রাজ্যে কোর্স করতে যায়। আর সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কোর্সের বকেয়া মেটাতে দপ্তরের ঢাকঢোল বাজছে। এই ধরনের তালবাহানা আগে কখনো হয়নি বলে পরিণত অভিজ্ঞমহলের।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার মূর্তি তৈরীতে ব্যস্ত শিল্পী। সোমবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩৩১ ◘ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ◘ ২৯ ভাদ্র ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মানুষ গণ্ডিবদ্ধ

অতিমারি দেশের শিক্ষাক্ষেত্রকে কতখানি পাল্টাইয়া দিতেছে, তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হইবে। বহু দিন যাবৎ দেশের সেরা মেধা বহির্মুখী; স্কুলশিক্ষা বা উচ্চশিক্ষার প্রথম ধাপ সম্পন্ন করিবার পরেই সর্বাধিক নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই বিদেশযাত্রা করেন। শ্রেষ্ঠ শিক্ষাক্রম এবং সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার পরিমণ্ডল লাভের উদ্দেশ্যেই ইউরোপ বা আমেরিকায় লেখাপড়া করিতে যান ভারতের সেরা পড়ুয়ারা। অতিমারি মানুষকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া ফেলিবার পর বিদেশে পাঠগ্রহণ করিতে যাইবার সুযোগ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে, বিদেশযাত্রা লইয়া ভীতিরও সঞ্চার হইয়াছে। এমতাবস্থায় যাহা স্বাভাবিক, ছাত্রছাত্রীরা তাহাই করিতেছেন পছন্দমতো দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছিয়া লইতেছেন। দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বলিতেছে, বিগত শিক্ষাবর্ষগুলি অপেক্ষা এই বৎসর ভর্তির আবেদনপত্র অধিক সংখ্যায় জমা পড়িতেছে। বিগত বৎসরের তুলনায় ১৮ শতাংশ বেশি আবেদন জমা পড়িয়াছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রছাত্রীদের মত, আপাতত বহু বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়েই অনলাইন মাধ্যমে লেখাপড়া হইতেছে। সেইখানে ক্লাস লেকচার থাকিলেও শিক্ষার সামগ্রিক পরিমণ্ডলটি অনুপস্থিত, বিদেশি পড়ুয়ার পক্ষে উৎকৃষ্ট জল-হাওয়া লাভ করা অসম্ভব। এই জরুরি অংশটি বিনা যে হেতু শ্রেষ্ঠ উচ্চশিক্ষার নির্যাস পাওয়া যাইবে না, অতএব বিদেশযাত্রাও অর্থহীন। উপরন্তু, বর্তমানে দেশের নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত একাধিক বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নূতন চুক্তি হইতেছে। শিক্ষাক্রমের যৌথ যাত্রার সৌজন্যে স্বদেশে বসিয়াও বিদেশি শিক্ষার আস্বাদ গ্রহণ অসম্ভব নহে। অতএব পাল্টাইতেছে শিক্ষাক্ষেত্রের চেহারা।

এ যাবৎ কাল প্রশ্ন উঠিত, সেরা মেধা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হইবে কী প্রকারে? এ ক্ষণে সেই উন্নতির সুযোগের একটি দূরশিখা মিলিয়াছে। ইহা একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা, অপরিকল্পিত ভাবেই আসিয়াছে। উদ্বাহু হইবার প্রয়োজন নাই, কেননা বহু ছাত্রছাত্রী বাধ্যতায় দেশে থাকিয়া গেলেও স্বেচ্ছায় থাকেন নাই। একই কথা চাকুরির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে দেশের সেরা সম্পদসমূহের বিদেশযাত্রার পথে বাধা হইয়াছে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। তবে উদ্বাহু না হইলেও এই পড়িয়া পাওয়া চৌদ্দ আনাকে তাহার উপযুক্ত মূল্য দেওয়া যায় কি না, তাহাই ভাবিবার। যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ যত্ন লইবার পথ কী, তাহাই ভাবিবার। শিক্ষা বা কাজের যে মান ও অভিজ্ঞতার জন্য তাঁহারা বিদেশমুখী হইয়াছিলেন, দেশীয় ব্যবস্থাতে তাহার জোগান দেওয়ার কোনও পথ আছে কি না, তাহাই ভাবিবার। উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমের পরিসরকে আরও বিস্তীর্ণ ও জ্ঞানমুখী করিয়া তুলিতে হইবে, যেখানে বিবিধ বিদ্যাচর্চার মিলন ঘটিতে পারে। একমাত্র তাহা হইলেই ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহ দেশে ধরিয়া রাখিবার উদ্যোগ আবার করা যাইতে পারে। এই মুহূর্তে অনলাইন শিক্ষাক্রম লইয়া ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নাজেহাল দশা হইয়াছে, পুরা শিক্ষাব্যবস্থা বিশ বাঁও জলে। না ঠিক করা যাইতেছে শিক্ষাক্রম, না হইতেছে পরীক্ষা লইয়া সিদ্ধান্ত। আশঙ্কা, এই গয়ংগচ্ছ ভাব কাটাইতে না পারিলে হয়তো শিক্ষার মানোন্নয়নের আশাটি আবার নিষ্ঠুর কুহকে পরিণত হইবে।

কখন কী উপলক্ষে কোন ব্যক্তি ইতিহাসের অনুঘটক হইয়া উঠিবেন, বলা কঠিন। আদালত অবমাননার অভিযোগ এবং তাহা লইয়া টানাপড়েন স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অপরিচিত নহে। কিন্তু আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের কাহিনি ইতিমধ্যেই একটি ভিন্ন মাত্রা অর্জন করিয়াছে, মনে করিবার কারণ আছে যে, নটে গাছটি এখনও বাড়িবে। আদালত অবমাননার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিবার পরেও সুপ্রিম কোর্ট প্রশান্ত ভূষণকে ক্ষমা চাহিবার সুযোগ দিয়াছিল। কিন্তু তিনি সেই সুযোগ ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য: যে মন্তব্যের জন্য আদালত তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া রায় দিয়াছে, তিনি তাহাই বিশ্বাস করেন, সুতরাং মার্জনা ভিক্ষা করিলে তাহা আন্তরিক হইবে না, বিধেয়ও হইবে না। স্পষ্টতই, এই যুক্তি উড়াইয়া দেওয়া কঠিন। মহামান্য বিচারপতিরা এই প্রতিক্রিয়ায় ব্যথিত হইয়াও শাস্তি 'সংরক্ষিত' রাখিয়াছেন। অপরাধী সাব্যস্ত করিবার পরেও বলিয়াছেন, কাহাকেও আঘাত দিয়া থাকিলে ক্ষমা চাহিয়া লইতে অসুবিধা কোথায়? ঐতিহাসিক বইকি।আইনি তথা সাংবিধানিক বিচারের নিজস্ব পরিসরে সুপ্রিম কোর্টের রায় অবশ্যই শেষ কথা। কিন্তু একটি উদার গণতান্ত্রিক সমাজে তাহার পরেও আলোচনা এবং বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। আদালতের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়া এবং অবমাননার তিলমাত্র অভিসন্ধি পোষণ না করিয়াও কেহ নীতিগত ভাবে তাহার রায়ের বিরোধী মত জানাইতে পারেন। এই মামলাটিতে তাহার কিছু তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে আদালতের যুক্তি এবং বিচারের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রবীণ এবং সম্মানিত আইনজীবীরা অনেকেই বাক্স্বাধীনতার সপক্ষে সওয়াল করিয়া আদালতকে সমালোচনার প্রতি সহিষ্ণু হইবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেলের কণ্ঠেও শোনা গিয়াছে একই গোত্রের অভিমত। তাহা 'সরকারের মত' না হইলেও তাঁহার পদমর্যাদার কারণে এই অবস্থানটি তাৎপর্যপূর্ণ। এবং, প্রশান্ত ভূষণের বিরুদ্ধে অন্য একটি মামলার সূত্রে আদালত অবমাননা ও বাক্স্বাধীনতার সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব পর্যালোচনার ভার একটি উপযুক্ত বিচারকমণ্ডলীর হাতে তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে সুপ্রিম কোর্ট। একটি বিশেষ অভিযোগের সূত্রে বৃহত্তর এবং সামগ্রিক এমন কিছু প্রশ্ন উঠিয়া আসিয়াছে, যাহা প্রকৃত গণতন্ত্রের মূল ধর্মের সহিত সম্পৃক্ত।

বিরূপ সমালোচনার প্রতি সহিষ্ণুতা সেই ধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমকালীন ভারতে সেই অঙ্গটি বিপন্ন। গত কয়েক বছরে এই দেশে সরকার তথা শাসক গোষ্ঠীর অসহিষ্ণুতার দাপট অতিমাত্রায় প্রকট। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের নজরদারি এবং তিরস্কারই কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুঃশাসনকে নিরস্ত বা প্রতিহত করিয়াছে। গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা হিসাবে বিচারবিভাগের এই সদর্থক ভূমিকাতেই তাহার প্রকৃত সম্মান। কিন্তু সেই ভূমিকার দাবি সব ক্ষেত্রে পূর্ণ হইয়াছে কি? বিচারবিভাগের অনেক সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিলম্বিত লয় এমন প্রশ্ন তুলিয়াছে এবং সংশয় সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা গণতন্ত্রের পক্ষে স্বস্তিকর নহে। ভুলিলে চলিবে না, সুপ্রিম কোর্টের চার জন বিচারপতি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকিয়া প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন এমন অভাবনীয় দৃশ্যেরও জন্ম হইয়াছে। এই প্রেক্ষাপটেই প্রশ্ন এবং সমালোচনার প্রতি সর্বোচ্চ আদালতের সহিষ্ণুতার বিশেষ প্রয়োজন। বস্তুত, আদালত অবমাননার ধারণাটি লইয়াই প্রশ্ন আছে। এই বিষয়ে আইনের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, তাহাও তর্কাতীত নহে। কিন্তু আইন থাকিলেও, একান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে তাহার প্রয়োগ না করাই বিধেয়। নতুবা শাস্তির ভয়ে নাগরিকরা আদালত সম্পর্কে মনের ক্ষোভ মনেই পুষিয়া রাখিলে, গণতন্ত্র লাঞ্ছিত হইবে। তাহাতেই আদালতের সর্বাধিক অপমান।

রিয়ার সমর্থনে মিছিল মানছেন না অনেকেই

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রিয়া চক্রবর্তীকে 'বলির পাঁঠা' করার প্রতিবাদে প্রকাশ্যে মিছিল হয়েছে। অভিযোগ উঠছে, বিজেপি বাঙালি-বিরোধী দল। পালটা সুর, ওই মিছিলের যুক্তি কী? অভিযোগের ভিত্তিটাই বা কতটা এ ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষ কী বলছেন?রিয়ার গ্রেফতারের প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজক ছিল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস। দলে সভাপতি তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী বলেন, সুশান্ত সিং রাজপুত একজন জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন। তিনি দেশবাসীর অনেক ভালবাসা পেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিজেপি তাঁকে শুধু বিহারের অভিনেতা হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। রিয়া চক্রবর্তীকে কিন্তু সুশান্তের মৃত্যুতে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য গ্রেফতার করা হয়নি। তাঁকে মাদক যোগের অভিযোগে নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো হেফাজতে নিয়েছে। কেবল দেশবাসীর নজর ঘোরাতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই কাজ করছে। দেশের অর্থনৈতিক সংকট এবং করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতেই সুশান্ত মামলাকে তুলে ধরা হচ্ছে।

জাতীয় গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কের (নাবার্ড) প্রাক্তন আধিকারিক বিদ্যুৎ বসু এ ব্যাপারে একমত নন। তাঁর কথায়, "রিয়াকে বাঙ্গালি বলাটাই ভুল। বাংলায় জন্মানো বা বড় হওয়া কোনোটাই নয়। তার প্রপিতামহ পুরুলিয়ার তুনতুরীতে ৯টা মৌজার অধিশ্বর ছিলেন। রিয়া নাকি ২২ বছর আগে একবার গিয়েছিলেন। বাঙ্গালী সেন্টিমেন্টকে খুঁচিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার এক অপপ্রয়াস। বিহার আর মহারাষ্ট্র জড়িয়েছে। অহেতুক বাংলাকে টানা। সাম্প্রতিক কালে আমরা পশ্চিমবঙ্গর বরিষ্ঠ মন্ত্রীদের গুজরাটিদের বিরুদ্ধে, বিহারীদের বিরুদ্ধে (আমার খাবে,আমার পড়বে, আবার.....) বলতে শুনেছি। বড্ড নিম্নমানের পরিচয় দিচ্ছি আমরা,বাঙালিরা।'

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা পায়েল ধর মনে করেন না বাঙালি বলে রিয়া চক্রবর্তীকে হেনস্থা করা হচ্ছে। বাঙালি বিরোধী তকমা দেওয়ারও প্রতিবাদ করেন পায়েল। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে তিনি বলেন, "সত্যের জন্য মুখ খুললেই তাকে বাঙালি বিরোধী তকমা দেওয়া হয়। আজকে যারা বাঙালি বাঙালি বলে বুক চাপড়াচ্ছেন তাঁরা নিজেরা জানেন না, ভিন রাজ্য তো দূরের কথা এই রাজ্যে ২০১৮ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর, বাংলা ভাষার জন্য রাজেশ ও তাপস প্রাণ ত্যাগ করে। কই তখন বাঙালি প্রেম জাগে না? রঙ দেখে যাঁরা বাঙালী অবাঙালি করেন, তাঁরা আসলে বাঙালি জাতির কলঙ্ক। যাঁরা রিয়া চক্রবর্তীকে বাঁচানোর জন্য উদ্বিগ্ন, তাঁরা আসলে সত্যের বিমুখে চলার চেষ্টা করছেন। সত্য সর্বদা প্রস্ফুটিত হয়।'সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অলোক সরকারের মতে, "একটি ব্যাপার পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে বিহারে বিধান সভার ভোটে খুঁটি শক্ত করার জন্য বিজেপি বাঙালি বিহারীর তাস খেলেছে। মুম্বাই পুলিশের হাত থেকে তিনটি কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তদন্ত হস্তান্তর করায় সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়না। আমার প্রশ্ন কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যাপারে নাক গলানোর প্রয়োজন ছিল কি? রোজ কত ঘটনাই তো ঘটছে, তখন তো তাদের ঝাঁপাতে দেখা যায় না। সুতরাং, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়, সে কথা তো বলাই বাহুল্য।''হিন্দুস্থান সমাচার'-কে অলোকবাবু জানান, "সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে রিয়া চক্রবর্তীকে যেভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে সেটা দেখে আমার দ্রৌপদির বস্ত্রহরণের কথা মনে পড়ছে। পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে পুরুষের অবিবেকী যৌন কামনা এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের জন্য নারীর অপমান হয়েছে এবং সেই ট্রাডিশন আজও অব্যাহত আছে। এবার বিজেপির প্রসঙ্গে আসি। এই ঘটনা যেভাবে ডানা বিস্তার করছে সেটা অনভিপ্রেত। অপরাধ প্রমানিত হবার আগেই বিভিন্ন মিডিয়াতে রিয়ার নামে কেচ্ছা কেলেঙ্কারির ঢেউ আছড়ে পড়ছে। বাঙালি মেয়েদের নামে অবমাননাকর অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। ভাবটা এমন যে যত দোষ রিয়ার, সুশান্ত যেন ধোওয়া তুলসী পাতা। আশ্চর্য লাগছে যখন অনেক রাজনৈতিক দল এবং জনতা বিজেপিকে বাঙালি বিরোধী দল বলে আখ্যা দিচ্ছে তখনও তারা নিশচুপ। এই ব্যাপারে বিজেপি নেতাদের প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না কেন? এই সমস্ত কার্যকলাপ দেখে অনেকেই মনে করতে পারেন যে বিজেপি বাঙালি বিরোধী দল। সুতরাং, সাধু সাবধান! দু''হাজার একুশের নির্বাচনে বিজেপির এই মৌনতা বুমেরাং হয়ে যাবে না তো?"

রাজ্য বিজেপি কর্মসমিতির সদস্য দেবাশীষ শীল এই প্রতিবেদককে জানান, রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সিবিআই যে তদন্ত করছেন তার নির্দেশ ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছেন। বিজেপি নয়। সিবিআই পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের সারদাকাণ্ডে গ্রেফতার করেছিলেন। ওই নেতারা বাঙালী ছিলেন। প্রতিবাদে মিছিল , অবস্থান করার মত হঠকারী কর্মসূচীর পথ দেখিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপির নেতৃত্বে এন ডিএ সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস চক্রান্তের অভিযোগ করেছিল। বাঙালি বিরোধীতার অভিযোগ কিন্তু করে নি। এখনও কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বে বেশী আসন নিয়ে সেই এন ডি এ সরকার বহাল আছে। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব রিয়া চক্রবর্তীকে সিবিআই-এর গ্রেফতারের প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মিছিল সংগঠিত করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী রিয়া চক্রবর্তীকে গ্রেফতারের পেছনে বিজেপির বাঙালী বিরোধীতার যে রাজনীতি আমদানি করেছেন তার রূপদানকল্পে এই মিছিল। উদ্দেশ্য একটাই। বাঙালি সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে এই রাজ্যে যদি একটু জমি পাওয়া যায়। কিন্তু তা ধোপে টিকবে না। কেননা জনসাধারণ এটা ভালোই বোঝেন যে সিবিআই, ইডি ইত্যাদি সংস্থাগুলো কোনও আদ্যন্ত নিরপরাধ মানুষকে গ্রেফতার করে না। তা তিনি বাঙালী হোন আর অবাঙালি। রিয়া চক্রবর্তীর কর্মকান্ড আপাতদৃষ্টিতে সন্দেহের উর্ধে নয়। তাই বিজেপির বিরুদ্ধে বাঙালি বিরোধিতার গল্প পশ্চিমবঙ্গের মানুষ গ্রহণ করবে না। দ্বিতীয় যেটা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের সমর্থনে শিবসেনা রাজ্যপাট চালাচ্ছে। সুশান্ত রাজপুত বিহারের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্তের কাজে মহারাষ্ট্র সরকার আগাগোড়া বিহার সরকারের সাথে অসহযোগিতা করে এসেছে যার জেরে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। মহারাষ্ট্র সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধেও অভিযোগের আঙুল উঠেছে। শরিকদল হিসেবে কংগ্রেস বেশ অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে। তাই মোড় ঘোরাতে বিজেপির বিরুদ্ধে বাঙালি বিরোধীতার গল্প ফাঁদার এই কসরত। কিন্তু ফল হবে বিগ জিরো। সর্বভারতীয় বিজেপি নেতৃত্ব যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের জন্য তেড়েফুঁড়ে নেমেছেন, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্প ইত্যাদির সুফল থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার বঞ্চিত করার প্রতিবাদে যেভাবে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সোচ্চার হচ্ছেন, আমফান বিপর্যয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের উপদ্রুত এলাকা দ্রুত পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য এককালীন টাকার বন্দোবস্ত করেছেন, করোনা আবহে মুখ্যমন্ত্রীর লাগাতার কেন্দ্র বিরোধিতার পাঁচালীকে উপেক্ষা করে অর্থ বরাদ্দ করে আসছেন, পিপিই কীট, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি সরবরাহ করে যাচ্ছেন, সোনার বাংলা গড়ার যে ডাক সর্বভারতীয় বিজেপি নেতৃত্ব দিয়েছেন, তা আদতে বাঙালী বিরোধীতার পরিচয় বহন করে না। বাংলার মানুষ বিজেপিকে একটা সুযোগ দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন।"

রিয়ার বিচারাধীন বলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় যেতে চাননি আলিপুরের তৃণমূল কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাস। তবে, পঞ্চসায়র শিক্ষানিকেতনের সহ প্রধান শিক্ষিকা সুপর্ণা চক্রবর্তী এই প্রতিবেদককে বলেন, "মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একজন প্রতিভাবান শিল্পীর আকস্মিক ও অকাল মৃত্যু হয়েছে। সেটি হত্যা না আত্মহত্যা সেই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত করছে। প্রকৃত সত্যটা উন্মোচিত হোক এটাই কাম্য। কিন্তু এটা নিয়ে বিভিন্ন মহলে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গেছে যা মূল সত্যের পথে প্রতিবন্ধক। সুশান্তের সঙ্গে যে মেয়েটির নাম উঠে এসেছে সে বাঙালি না অন্য কোনও জাতির, তার সাথে মূল ঘটনার কোনও যোগসূত্র নেই। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই যে আমাদের দেশে সব কিছুতেই রাজনৈতিক রং লাগানোর অপচেষ্টা করা হয়। আমাদের উচিত প্রকৃত সত্যের উদঘাটন করতে এগিয়ে আসা।"

পঙ্কজকুমার মল্লিকের সঙ্গীত-কক্ষ থেকে অন্য মহালয়া

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি স)। প্রতি বছরের মত এবারেও জেগে উঠছে দক্ষিণ কলকাতায় সেবক বৈদ্য স্ট্রিটের এই বাড়ি। মহালয়ার অন্যতম রথী পঙ্কজকুমার মল্লিকের সঙ্গীত-কক্ষ। শনিবার সেখান থেকে মহালয়ার আড্ডা শীর্ষক, একটি অনবদ্য অনুষ্ঠানের আরোজন হচ্ছে।

মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে যে বেতার অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী' নামে সকলের পরিচিত, সেই গীতি-আলেখ্যটির অমর সুরকার, কিংবদন্তী শিল্পী, পঙ্কজকুমার মল্লিকের সঙ্গীত-কক্ষ থেকে প্রচারিত হতে চলেছে। ২০০৫ সালে স্থাপিত, পঙ্কজ মল্লিক মিউজিক অ্যান্ড আর্ট ফাউন্ডেশন, প্রত্যেক বছর মহালয়া উপলক্ষে মহিষাসুরমর্দিনী কেন্দ্রিক কোনও না কোনও অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করে এসেছে। এই বছর প্রলয়কারী অতিমারির কারণে সেই অনুষ্ঠান মঞ্চে না করে অনলাইনে উপস্থাপিত হবে - পঙ্কজ মল্লিক মিউজিক অ্যান্ড আর্ট ফাউন্ডেশন-এর ফেসবুক পেজ ও ইউ-টিউব চ্যানেলে। এই অনুষ্ঠানে জানা যাবে মহিষাসুরমর্দিনীর সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত নানা তথ্য। শোনা যাবে দ্বিজেন মুখপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, সৈকত মিত্র সহ আরও অনেকের স্মৃতিকথা। দেখা যাবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে দেবী দুর্গার ভুমিকায় একটি নৃত্যাংশে। আর অবশ্যই শোনা যাবে মহিষাসুরমর্দিনীর অংশগত গান, পঙ্কজকুমার মল্লিকের দৌহিত্রবধু ঝিনুক গুপ্তের কণ্ঠে। ভাষ্যপাঠ, চণ্ডীপাঠ ও সঞ্চালনায় থাকবে পঙ্কজকুমার মল্লিকের দৌহিত্র রাজীব গুপ্ত। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা ও পরিবেশন করবে পঙ্কজ মল্লিক মিউজিক অ্যান্ড আর্ট ফাউন্ডেশন। শনিবার রাত ৮' টায় হবে প্রস্তাবিত 'অন্য মহালয়া'।

মিথ্যেচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম গিনেস বুকে তোলার আর্জি রাহুল সিনহার

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : 'মিথ্যেচারে' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম গিনেস বুকে তোলার আর্জি জানালেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা।

এই সঙ্গে, দ্বিতীয় পর্যায়ের করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার প্রস্তুত বলে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী যে দাবি করেছেন, তারও সমালোচনা করেছেন রাহুলবাবু।

সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুলবাবু বলেন, মিথ্যেচারের দিক থেকে গোটা বিশ্বের যে কোনও রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে এক নম্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই রাজ্য সরকার অন্য কোনও কিছুতে না হোক, এদিক থেকে তাঁর নাম রেকর্ড বইয়ে তুলতে গিনেস বুকের কাছে আবেদন করতে পারে। এদিকে যখন করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, কমছে কন্টেনমেন্ট জোনের সংখ্যা। যাতে আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ না পায়। যাতে মানুষ টের না পায় কোথায় কোথায় করোনা আক্রান্ত মানুষ আছে।

রাহুল সিনহা বলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে চাই, এতই যদি ভাল চিকিৎসা হয় রাজ্যের হাসপাতালগুলোয়, তাহলে কেন করোনায় আক্রান্ত মন্ত্রীরা বেসরকারি হাসপাতালে যাচ্ছেন? মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে চাই, সরকারি হাসপাতালের ব্যবস্থা যদি এতটাই ভাল হয়, কেন ওই সব জায়গায় মোবাইল ফোনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছেন না। হাসপাতালের আসল দৈন্যদশা মানুষের সামনে প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে ভেবে রোগী থেকে তাঁর বাড়ির লোক, চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যকর্মী সবারই সরকারি হাসপাতালে মোবাইল নিয়ে যাওয়া বারন।

রাহুলবাবু বলেন, সংক্রমিত আর মৃতের সংখ্যা কমিয়ে যে করোনার লড়াই আপনি লড়ছেন, তার পরেও দাবি করছেন সেকেন্ড স্টেজের জন্য তৈরি আছেন। এই পরিকাঠামো নিয়ে এ রকম দাবি? যার পয়সা নেই, নার্সিং হোমের বাইরে মারা যাচ্ছে। হাসপাতালের সামনে মারা যাচ্ছে। হয় টাকা চাই, নয় তো সোর্স চাই। সাধারণ মানুষের কোনও স্থান এ রাজ্যে নেই।

রাহুলবাবু বলেন, করোনা-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

সারা বিশ্বেই করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা কমছে। সারা দেশে কমছে। কারণ, করোনা তার শক্তি হারাচ্ছে। কিন্তু যে রাজ্যে হাসপাতাল ও নার্সিং হোমের দরজার সামনে একের পর এক বিনা চিকিৎসায়, অক্সিজেনের অভাবে মারা যাচ্ছে, সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করোনা নিয়ে বড়বড় কথা বলে যাচ্ছেন?

পশ্চিমবঙ্গে গৃহযুদ্ধের অবস্থা তৈরী করেছে তৃণমূল তোপ সায়ন্তন বসুর

দুর্গাপুর, ১৪ সেপ্টম্বর (হি. স.) : "রাজ্যে যেভাবে বিজেপি করার অপরাধে খুন করা হচ্ছে। আর পুলিশ যেভাবে তার সক্রিয় সহযোগিতা করছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। দুর্ভাগ্যজনক। পশ্চিমবঙ্গে গৃহযুদ্ধের অবস্থা তৃণমূল কংগ্রেস তৈরী করেছে।" সোমবার সকালে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর চন্ডীদাস বাজারে চা-পে চর্চা কর্মসূচীতে এসে এমনই তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সাধারন সম্পাদক সায়ন্তন বসু।

প্রসঙ্গত, রবিবার হুগলীর গোঘাটে এক বিজেপিকর্মীকে খুনের অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর প্রতিবাদে সরব রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও এদিন তৃণমূলের পুর ও নগরন্নোয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বিজেপিকর্মীরা অবসাদে ভোগেন বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মন্তব্যের পাল্টা জবাবে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক সায়ন্তন বসু কটাক্ষ করে বলেন,' তৃণমূলের মদন মিত্রও তো মানসিক অবসাদে ভোগেন। একজন বিজেপি কর্মী খুন হয়েছেন। আবার তার পরিবারের লোককে পুলিশ তুলে নিয়ে গেল। অপহরন করা হচ্ছে তার পরিবারকে। নিজেদের অপরাধ চাপা দেওয়ার জন্য তৃণমূল এধরনের আষাঢ়ে গল্প করছে। আর ফিরহাদ হাকিমের এধরনের অসত্য কথা বলার সীমা থাকা উচিত।'

তিনি আরও বলেন,' রাজ্যে যেভাবে বিজেপি করার অপরাধে খুন করা হচ্ছে। আর পুলিশ যেভাবে তার সক্রিয় সহযোগিতা করছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। দুর্ভাগ্যজনক। পশ্চিমবঙ্গে গৃহযুদ্ধের অবস্থা তৃণমূল কংগ্রেস তৈরী করেছে।' এদিন তিনি আসানসোলে বিজেপির যুবকর্মীকে গ্রেফতার প্রসঙ্গে সায়ন্তন বসু বলেন,' তৃণমূল কংগ্রেস যা গ্রেফতার করছে করে নিক। বিজেপি যেদিন গ্রেফতার করা শুরু করবে, সেদিন কাউকে নবান্নে বসতে দেখা যাবে না।' আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির ইস্যু প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' পশ্চিমবাংলায় গনতন্ত্র বাঁচাতেই হবে। দুর্নীতি বন্ধ করতে সমস্ত মানুষকে এক হতে হবে। কেন্দ্রের সমস্ত প্রকল্প রাজ্যে লাগু করতে হবে। আর বাংলায় সামগ্রীক পরিবর্তন করতে হবে। এই চারটি ইস্যু নিয়ে জনতার দরবারে যাওয়া হবে।'

বিজেপিকর্মীর মৃত্যুতে সেন্ট্রাল এভিনিউতে বিক্ষোভ বিজেপি যুব মোর্চার

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি স): রবিবার গোঘাটে এক বিজেপি কর্মীর রহস্য মৃত্যু হয়। বিজেপি কর্মীর মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র। রবিবার সকালে হুগলির গোঘাট স্টেশন সংলগ্ন একটি গাছ থেকে এক বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আর তারই প্রতিবাদে সোমবার সেন্ট্রাল এভিনিউতে বিক্ষোভ বিজেপি যুব মোর্চার।বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যুতে পরিবারের দাবি, পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে তাঁকে। আর এই ঘটনায় শাসকদল তৃণমূলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে বিরোধীরাও। বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর প্রতিবাদে সোমবার পথে নামে বিজেপি যুব মোর্চা। সেন্ট্রাল এভিনিউতে বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখায়। কিন্তু পুলিশ বাধা দিলে পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের।

করোনা আবহে মা হলেন টলিপাড়ার আরও এক অভিনেত্রী অঙ্কিতা

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা আবহের মাঝেই ফের আনন্দের খবর টলিপাড়ায়। টলিপাড়ায় মা হলেন আরও এক অভিনেত্রী। কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন অভিনেত্রী অঙ্কিতা মজুমদার পাল। সোমবার নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একথা জানিয়েছেন অঙ্কিতা।

গুয়াহাটির একটি হাসপাতালে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অঙ্কিতা। লকডাউনের অসমের গুয়াহাটিতে শ্বশুরবাড়িতে যান অঙ্কিতা। কিন্তু এরপর লকডাউন হয়ে যাওয়াতে কলকাতায় ফিরতে পারেননি অভিনেত্রী। গুয়াহাটিতে থেকেই নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর জানান অঙ্কিতা। এরই মাঝে মা হলেন অভিনেত্রী। মা হওয়ার খবর সোশ্যাল হ্যান্ডেলের শেয়ার করে নতুন অতিথির ছবির সামনে আনলেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মা হয়েছেন রাজ ঘরনী শুভশ্রী। পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন অভিনেত্রী শুভশ্রী।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব বর্ধমান জেলা সঙ্ঘচালকের প্রয়ানে শোকবার্তা সাংসদ আলুওয়ালিয়ার

দুর্গাপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গত কয়েকদিন ধরে শ্বাসকষ্ট ও জ্বর নিয়ে ভুগছিলেন। সোয়াব টেস্টে কোভিড পজেটিভ রিপোর্ট আসে। অবশেষে জীবনযুদ্ধে হার মানলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব বর্ধমান জেলা সঙ্ঘচালক অলোক সাহা(৫৫)। সোমবার বিকালে বর্ধমানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। অলোকবাবুর বাড়ি বর্ধমানের রথতলায়। পেশায় ব্যাবসায়ী ছিলেন। গত তিন বছর ধরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সঙ্ঘচালকের দায়িত্বে ছিলেন। তার আগে জেলা কার্যবাহের দায়িত্বে ছিলেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। অলোকবাবুর অকাল প্রয়ানে শোকস্তব্ধ গোটা পরিবার। শোকাহত সকল স্বয়ংসেবক। খবর পেয়ে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। তিনি জানান,'ঈশ্বরের কাছে ওনার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি। এবং ঈশ্বরের কাছে আরও প্রার্থনা করি এই অপুরনীয় ও অসহনীয় কষ্ট সহন করার শক্তি ওনার পরিবারকে দিন।'

জরিমানার এক টাকা প্রদান করলেন প্রশান্ত ভূষণ

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আদালত অবমাননা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ নিজের জরিমানার অর্থ এক টাকা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান এই আইনজীবী জানিয়েছেন, জরিমানার অর্থ প্রদান করা মানে এই নয় যে আদালতের সিদ্ধান্তকে মেনে নিলাম। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পুনর্বিবেচনার আর্জি সুপ্রিম কোর্টের দাখিল করা হবে। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য ওমর খালেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সীতারাম ইয়েচুরি সহ অন্যান্য নেতাদের উত্যক্ত করা হচ্ছে। প্রশান্ত ভূষণ আরও জানিয়েছেন, আগামী দিনে প্রত্যেকটা নাগরিক থেকে এক টাকা করে নিয়ে সত্যতার কোষাগার তৈরি করা হবে। সরকারের বিরুদ্ধে বললে কোন ব্যক্তিকে যদি উত্যক্ত করা হয়। তবে সেই অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্ট ওই ব্যক্তিকে সহায়তা করা হবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে কোন মানুষ যদি সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয় তবে প্রশাসন তাকে দুর্ভোগের ফেলতে তৎপর হয়ে উঠেছে।রাজস্থানের কিষান মজদুর সংগঠনের বালুরাম সহ অন্যান্য ব্যক্তি এই কোষে এক টাকা প্রদান করেছেন।

সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত টালা থানা,

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : যত দিন বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী কিন্তু অন্যদিকে নিজের জীবন বিপন্ন করে শহরবাসীর সেবায় রত কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। আর তাই সংক্রমণ এড়াতে সোমবার জীবাণুমুক্ত করা হলো টালা থানা।

চলতি বছর করোনা আবহে সাধারণের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে পুলিশ। জনগণকে করোনা সংক্রমণ থেকে সচেতন করা থেকে মাস্ক বিলি খাদ্য বিলি সবটাই করেছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু ইতিমধ্যেই করোনা থাবা বসিয়েছে একাধিক থানায়। এমনকি করোনা আক্রান্ত কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। কথায় বলে, "সাবধানের মার নেই" সেই চলতি কথা মনে করেই নিজেদের সুস্থ রাখতে জীবাণুমুক্ত করা হলো টালা থানা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

নিলামবাজার সমবায় সমিতির বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ, স্থগিতাদেশ চেয়ে জেলাশাসককে স্মারকপত্র

নিলামবাজার (অসম), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিলামবাজার সমবায় সমিতির বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে বরাক এনজিও। স্থগিতাদেশ চেয়ে জেলাশাসককে স্মারকপত্র এনজিওর। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গত বৃহস্পতিবার নিলামবাজার সমবায় সমিতির নতুন বোর্ড গঠনের মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি মাসের ২০ সেপ্টেম্বর বোর্ড গঠনের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার কথা।

এদিকে সমিতির বর্তমান চেয়ারম্যান ইসলাম উদ্দিন সমিতির ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রেখেছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু মনগড়া রহস্যজনক শর্ত আরোপ করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়েছে বলেও ইসলাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে বরাক এনজিও। এ সব অভিযোগের ভিত্তিতেই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করার জন্য বরাক এনজিও জেলাশাসকের কাছে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেছে। স্মারকপত্রের প্রতিলিপি বিভাগীয় ইআরওকেও দেওয়া হয়েছে বলে বরাক এনজিওর সভাপতি মানই মিয়াঁ জানিয়েছেন। সামাজিক সংগঠন বরাক এনজিওর সভাপতি মানই মিয়াঁ অভিযোগ করে বলেন, নিলামবাজার সমবায় সমিতির বর্তমান চেয়ারম্যান ইসলাম উদ্দিন ও সচিব হরিশচন্দ্র দাসের পরোক্ষ মদতে পাঁচ হাজার টাকা মনোনয়ন ফিজ সহ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সমিতির সর্বশেষ দুটি সভায় উপসিতি সহ বেশকিছু নিয়ম ধার্য করা হয়েছিল। সমিতির সভাপতি ও সচিব মনগড়া কিছু আইনি শর্ত প্রযোজ্য করে চতুরতার সঙ্গে নাম-কা ওয়াস্তে নির্বাচন প্রক্রিয়ার আড়ালে সিন্ডিকেট গড়ে তোলা হয়েছিল। চেয়ারম্যান নিজের আনুগত্য একাংশ সভ্যের নামে মনোনয়ন জমা করে সমবায় সমিতির যাবতীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে বরাক এনজিও।

তাই যাবতীয় অভিযোগের তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া সগিত রাখতে জেলাশাসকের কাছে দাবি জানিয়েছেন বরাক এনজিও সহ সমিতির একাংশ সভ্য। বরাক এনজিওর সভাপতি মানইয়ের অভিযোগ, মনোনয়ন জমার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়ন জমা দিতে গেলে তিনি নিজে ছাড়াও সমবায়ের প্রাক্তন সহ-সভাপতি রাজু পাল সহ বহু মনোনয়ন প্রত্যাশীকে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে দেওয়া হয়নি। তাই উত্থাপিত সব অভিযোগ খতিয়ে দেখার আগে বোর্ড গঠন করা হলেও অবৈধ পরিচালন পর্ষদের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন মানই মিয়াঁ সহ অন্যান্যরা। তাঁরা সমিতির তহবিল তছরূপেরও অভিযোগ তুলে অডিট রিপোর্ট সহ যাবতীয় আয় ব্যায়ের হিসাব প্রকাশ্যে আনার দাবি জানিয়েছেন।

মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে অসম বিজেপির 'সেবা সপ্তাহ' কার্যক্রমের সূচনা, গেরুয়া বসন পরলেন কয়েকজন কংগ্রেসি

গুয়াহাটি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। এ উপলক্ষ্যে সোমবার বিজেপির অসম প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত দত্ত 'সেবা সপ্তাহ' কার্যসূচির সূচনা করেছেন। এছাড়া আজ বেশ কয়েকজন কংগ্রেসের দিগগজ নেতা এক অনুযানে বিজেপিতে শামিল হয়েছেন। দিশপুরে পূর্ত বিভাগের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'সেবা সপ্তাহ' কার্যসূচির উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস বলেন, ভারতবর্ষ সারা বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেবার মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বব্যাপী উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিক ভারতবর্ষকে সুপার পাওয়ার অর্থাৎ বিশ্বগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত করতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রঞ্জিত দাসের দৃষ্টিতে সারা বিশ্বকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে রাজনৈতিক স্তরে প্রয়াস করা প্রথম ব্যক্তি হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন দিশপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭০ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যেম আধুনিক ভারত গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রীর অবদান শীর্ষক একটি কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে এদিন বেলা ১১ টা নাগাদ রাজ্য পর্যায়ের একটি ভার্চুয়াল ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে রাজ্যের নেতৃত্বের পাশাপাশি জেলা, মণ্ডল এবং বুথ স্তরের কার্যকর্তারা অংশগ্রহণ করেছেন। আধুনিক ভারত নির্মাণের লক্ষ্য ছাড়াও বিজেপির রাজ্য স্তরের নেতারা নিজেদের বহুমূল্য বক্তব্য পেশ করেছেন ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে। তার আগে এদিন হেঙেরাবাড়িতে দলের প্রদেশ সদর কার্যালয় 'অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবন'-এর প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন দল সংগঠন থেকে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক হেমন্ত কুমার নেওগ, বিপিএফ-এর সাংগঠনিক সম্পাদক রুমি দাস, যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ইন্দর সিং, কলিয়াবর জেলা যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি জয়ন্ত হাজরিকা, গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্র এলাকার যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মহেন্দ্র হাজরিকা, পূর্ব গুয়াহাটি বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার প্রাক্তন সম্পাদক জয়দেব বসুমতারী, কলিয়াবর জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সম্পাদক ভাস্করজ্যোতি বরুয়া এবং তাই আহোম উন্নয়ন সমাজের কেন্দ্রীয় উপ-সভাপতি মানবজ্যোতি গগৈ আজ বিজেপিতে যোগ দিয়ে গেরুয়া বসন পরেছেন।

মহাসড়কের কাজে নিযুক্ত নির্মাণ সংস্থার আরও চার কর্মীর দেহে করোনা ভাইরাস, মোট আক্রান্ত ৫৯ জন

হাফলং (অসম), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মহাসড়কের কাজে নিযুক্ত সুচি ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড নির্মাণ সংস্থার আরও চার কর্মীর দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। এনিয়ে এই নির্মাণ সংস্থার ৫৯ জন কর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে করোনায় আক্রান্ত এই নির্মাণ সংস্থার কর্মীদের তাঁদের ক্যাম্পেই রাখা হয়েছে।

মহাসড়কের বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ৩১ কিলোমিটার চারলেন রাস্তা নির্মাণের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুচি ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির একটি ক্যাম্প রয়েছে মিয়াংক্রোতে। এই ক্যাম্পের প্রায় ৮৫ জন কর্মীর মধ্যে ৫৯ জন কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

এদিকে এই নির্মাণ সংস্থার কর্মীরা করোনায় আক্রান্ত হলে এঁদের ক্যাম্পের মধ্যেই রাখা হয়েছে। যার দরুন ক্যাম্পের বাকি কর্মীরা করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। নির্মাণ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১১ সেপ্টেম্বর নির্মাণ সংস্থার ৫৫ জন কর্মী করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসক স্বাস্থ্য কর্মীরা সব ধরনের সহযোগিতা করছেন। তাদের পরামর্শেই করোনায় আক্রান্ত কর্মীদের ক্যাম্পের মধ্যেই পাঁচ জন করে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তবে দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের পক্ষ থেকে বা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সূচি নির্মাণ সংস্থার এই ক্যাম্পটিকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে এখন পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়নি। এমন-কি এখন পর্যন্ত এই ক্যাম্পকে সেনিটাইজও করা হয়নি বলে নির্মাণ সংস্থার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কর্মীদের খাবারের ব্যবস্থাও নির্মাণ সংস্থার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগ বা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই সকল করোনা আক্রান্ত কর্মীদের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে নির্মাণ সংস্থার পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

ডিমা হাসাওয়ে কং সহ অন্য দল ছেড়ে ৯৭ জন সক্রিয় নেতা-কর্মীর বিজেপিতে যোগদান

হাফলং (অসম), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় বিভিন্ন রাজগুতিক দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পালা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি দলে যোগ দেওয়ার হিড়িক পড়েছে ডিমা হাসাও জেলায়। কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানকারী বেশির ভাগ নেতা ও কর্মীর মন্তব্য, জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্মল লাংথাসা যে ভাবে দলকে পরিচালনা করছেন এতে তাঁরা মোটও খুশি নন। তাই কংগ্রেস ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে ভিড়ছেন সবাই।

বিগত দিনের মতো আজ সোমবার মাহুরে বিজেপিতে যোগদানকারী ৯৭ জনের মধ্যে ১১ জনই কংগ্রেসের সক্রিয় নেতা ও কর্মী রয়েছেন। মাহুর মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি এনসি কেম্প্রাই আজ বিজেপিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দিয়েছেন। তাছাড়া মাহুরের বাঙালি সম্প্রদায় থেকে ৮৬ জন পুরুষ ও মহিলা সোমবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। মাহুরের অডিটোরিয়াম হল-এ ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি দনপাইনন থাওসেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ইএম নিপোলাল হোজাই, ইএম নন্দিতা গারলোসা, পরিষদ সদস্য লিটন চক্রবর্তী এবং বিজেপির অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের উপস্থিতিতে এই ৯৭ জন আজ গেরুয়া বসন পরেছেন। বিজেপি দলে যোগদানকারী নবাগতদের স্বাগত জানিয়েছেন জেলা সভাপতি দনপাইনন থাওসেন সহ অন্যরা।

নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল বাজেয়াপ্ত ভারত বাংলাদেশ আর্নজাতিক সীমান্ত এলাকায়

জলঙ্গি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের কাঁকড়ামারি বিওপি এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত প্রচুর নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল। সোমবার বহরমপুর সেক্টরের ১১৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বস্তা বন্দী নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের বোতলগুলি বাজেয়াপ্ত করে।

এদিন ভোরে আর্নজাতিক সীমান্তের জিরো পয়েন্টে পাচারকারীদের আনাগোনা নজরে আসতেই ধাওয়া করে বিএসএফের ১১৭ নম্বর ব্যাটালিয়ন। বিএসএফের ব্যাটালিয়ন দেখে বস্তা ফেলে রেখে চোরা চালানকারীরা পালিয়ে যায়। উদ্ধার হওয়া কাফ সিরাপ জলঙ্গি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জিরো পয়েন্ট লাগোয়া কাঁকড়ামারি বিওপি থেকে উদ্ধার হয় ৪০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৬৮ হাজার টাকা বলে দাবি বিএসএফের।

সুস্থতার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে এখনও আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহর। যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। গত ২৪ ঘন্টায় করেনা আক্রান্ত ৩,২১১ জন। অন্যদিকে রাজ্যে বাড়ছে সুস্থতার হারও। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩,০৮৪। সোমবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে এমনটাই জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে ,গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৩,২১১ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২,০৫,৯১৯ জন। একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩,০৮৪। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১,৭৮, ২২৩ জন। সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৮৬.৫৫ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৫৮ জনের। রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৪,০০৩। এই মুহূর্তে বাংলায় কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ২৩,৬৯৩ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ২৫, ১৭,৫৯৫ টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৭,৫৩৭ স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

রাজ্যসভায় পাশ প্রশ্নোত্তর পর্ব তুলে দেওয়া প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): অনির্বচনীয় পরিস্থিতিতে সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্ব না রাখার যে প্রস্তাব সরকারপক্ষের তরফ থেকে পেশ করা হয়েছিল রাজ্যসভায় সেটি পাশ হয়ে গিয়েছে।বিরোধীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছে।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী সোমবার রাজ্যসভায় এই প্রস্তাবটি পেশ করেন। এই প্রস্তাবের বিপক্ষে সরব হন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও''ব্রায়েন, কংগ্রেস সংসদ গুলাম নবি আজাদ সহ অন্যান্য বিরোধীরা। প্রস্তাব পেশ এর সময় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী দাবি করেছিলেন করোনা পরিস্থিতির মত অনির্বচনীয় সময় নিরাপত্তার দিকটি মাথায় রেখেই প্রশ্নোত্তর পর্ব স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ডেরেক ও''ব্রায়েন বলেছেন, সংসদ বিষয়ক কার্যবিধির আত্মা হচ্ছে প্রশ্নোত্তর পর্ব। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা গোলাম নবি আজাদ জানিয়েছেন জনগণের অধিকার আছে সরকারের কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তর জানা। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণ সেই কাজটি করে থাকে।

ছয়ের পাতায়

ফের বাড়ছে করোনা সংক্রমণ, আবারও লকডাউনের পথে ইসরায়েল

জেরুজালেম, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ইসরায়েলে ফের দেখা দিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। এই অবস্থায় ফের লকডাউনের পথে হাঁটছে ইসরায়েল। আগামী শুক্রবার থেকে দেশটিতে দ্বিতীয় দফা লকডাউন আরোপ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এর আগে গত মার্চে দেশটি কড়া লকডাউনের মাধ্যমে করোনা ঠেকিয়ে প্রশংসিত হয়েছে। নতুন করে আবারো করোনার সংক্রমণ বাড়ায় দেশটি এই সিদ্ধান্ত নিল বলে খবর আল জাজিরার।

সোমবার এক বিবৃতিতে লকডাউন জারির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, মন্ত্রিসভা তিন সপ্তাহের কঠোর লকডাউনের পরিকল্পনায় সম্মত হয়েছে। সে সঙ্গে প্রয়োজনে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, লকডাউন চলাকালে নাগরিকদের তাদের বাসস্থানের ৫০০ মিটারের মধ্যে অবস্থান করতে হবে। তবে সীমিত পরিসরে কাজে যোগদানের জন্য দূরে ভ্রমণ করার অনুমতি দেয়া হতে পারে। এ সময় স্কুল ও শপিং মলগুলো বন্ধ থাকবে। তবে সুপার মার্কেট ও ওষুধের দোকান খোলা থাকবে। বাড়ির ভেতরেও ১০ জনের বেশি মানুষ একত্রিত হওয়া যাবে না। তবে প্রার্থনার জন্য বাড়ির বাইরে ২০ জন সমবেত হতে পারবে।

উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে ইসরায়েলে প্রথম লকডাউন জারি করা হয়েছিল। সে সময় এটা দারুণ কাজ দেয় এবং সরকার করোনা মোকাবেলায় সফল বলে প্রশংসিত হয়। দেশটিতে এ পর্যন্ত ১ লাখ ৫৬ হাজার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে মারা গেছেন ১ হাজার ১১৯ জন।

লেজার প্রযুক্তি যুক্ত অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র তৈরি করছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): লেজার প্রযুক্তি যুক্ত অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরি করছে ভারত।এই ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্রকে ডাইরেক্ট এনার্জি ওয়েপন বলা হয়। শত্রুপক্ষের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বেতার ব্যবস্থা, সম্প্রচার ব্যবস্থাকে মাইক্রোওয়েভ নিঃসরণ করে নষ্ট করে দেওয়ার অস্ত্র তৈরি করছে ভারত। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যোগাযোগ অর্থাৎ বেতার এবং সম্প্রচার ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিতে পারলে শত্রুপক্ষ নিজেদের সৈন্যকে আর কোনো রকমের নির্দেশ দিতে পারবে না। ফলে সেই মুহূর্তে শত্রু পক্ষের ওপর হামলা করাটা সুবিধাজনক হবে। এই ধরনের অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র তৈরি করতে কতদিন লাগবে তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার রেখেই এগোনো হচ্ছে।

আসলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়া সমরাস্ত্র- এ আধুনিকীকরণ হয়ে চলেছে। বহুদূর থেকে শত্রুপক্ষের ঘাঁটির ওপর হামলা চালানোর জন্য এবং ধ্বংস করার জন্য অত্যাধুনিক অস্ত্রর চাহিদা প্রচুর। বিগত দুই দশক ধরে ইলেকট্রনিক এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র বিকশিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ করেছে।এমনকি বায়ুসেনাতেও এই ধরনের আধুনিকীকরণের ছোঁয়া দিতে তৎপর ভারত। কারণ আগামী দিনের যেকোনো কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে এই আধুনিকীকরণ একান্তভাবে প্রয়োজন।

প্রথাগত যুদ্ধের বাইরেও এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুদ্ধেও ভারতকে প্রস্তুত থাকতে হবে।এতে করে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের আত্মনির্ভরতা আর অনেকাংশে বেড়ে। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত বারবার সামরিক ক্ষেত্রে ভারতের আত্মনির্ভর এর কথা বলে এসেছেন।

ময়নাগুড়িতে করোনা আক্রান্ত একই পরিবারের ১৩ সদস্য

ময়নাগুড়ি, ১৪ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ২৩ জন। এর মধ্যে চিন্তার বিষয় শহরের এক পরিবারের মোট ১৩ জন সদস্যের আক্রান্ত হওয়ার খবর

ছয়ের পাতায়

বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটি ৮৮ লাখ ছাড়িয়ে গেল

বাল্টিমোর, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিশ্বে এক দিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত নতুন রোগী শনাক্তের রেকর্ড তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে তিন লাখ সাত হাজার ৯৩০ জন। এদিন মৃত্যু হয়েছে পাঁচ হাজার ৫০০ জনের। এ নিয়ে বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটি ৮৮ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আর মৃতের সংখ্যা ৯ লাখ ২০ হাজারে পেরিয়ে গেছে।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সিস্টেম সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (সিএসএসই) তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৮৮ লাখ ৯১ হাজার ৬৭৬ জনে। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৯ লাখ ২২ হাজার ৪৪১ জনের। আর এ পর্যন্ত সেড়ে উঠেছে ১ কোটি ৯৫ লাখ ৩৮ হাজার ৩০২ জন।

বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সোমবার সকাল পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫ লাখ ১৯ হাজার ১২১ জন। মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৪১ জনের।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর মৃত্যু বিবেচনায় করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে ব্রাজিল। আক্রান্তের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকলেও মৃত্যু বিবেচনায় দেশটির অবস্থান দ্বিতীয়। লাতিন আমেরিকার দেশটিতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ৪৩ লাখ ৩০ হাজার ৪৫৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৩১ হাজার ৬২৫ জনের।

আক্রান্তের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে মৃত্যু বিবেচনায় আছে তৃতীয় স্থানে। এ পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪৮,৪৬,৪২৮-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,১৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৯২,০৭১ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৭৯,৭২২ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৭,৮০,১০৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫৯৮।

বাংলাদেশে নতুন করে করোনায় মৃত্যু ২৬ জনের, আক্রান্ত ১৮১২ জন

ঢাকা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বাংলাদেশে নতুন করে করোনায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী সোমবার পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৭৫৯ জন। এছাড়া, নতুন করে আরও ১৮১২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এর ফলে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩৯৩৩২ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন আরও ২৫১২ জন। এই নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন মোট ২৪৩১৫৫ জন। এখন পর্যন্ত শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৭১ দশমিক ৬৬ শতাংশ।

আর গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি ৯৪টি ল্যাবে আগের নমুনাসহ ১৪২১৬টি পরীক্ষা করা হয়েছে। এই নিয়ে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৭৪২৬৯৬টি। ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ১২.৭৫ শতাংশ। আর মোট পরীক্ষায় এ শনাক্তের হার ১৯.৪৭ শতাংশ।

গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্তের পর ১৮ মার্চ প্রথম একজনের মৃত্যু হয়। এরপর থেকেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা।

সোমবার আগরতলায় সিপিআই এক ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পাখির মতো উড়তে নেপালে

শাহজালাল বিমান বন্দর থেকে উড়াল দিয়েছিলাম সকাল সাড়ে ১১টায়। বাংলাদেশ বিমান ত্রিভুবন বিমান বন্দর স্পর্শ করে দুপুর পৌনে ২টায়। বিমান যত নামছিল ততই দেখতে পাচ্ছিলাম পুরো নেপালকে। ছবির মতো মনে হচ্ছিল সব কিছু।ছয়দিন নেপাল ছিলাম। বারবারই মনে হয়েছে ছোট্ট, অসাধারণ, কিন্তু ছিমছাম খুব সুন্দর।কথা ছিল অনার্সে ভালো রেজাল্ট করলে দেশের বাইরে ঘুরতে যেতে দেবে। তবে অনার্সের রেজাল্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সব মিলে ভুলে বসেছিলাম নেপাল ভ্রমণের কথা। এ বছরের মে মাসে কথায় কথায় মা নিজেই আমার নেপাল ভ্রমণের কথা মনে করিয়ে দিলেন। শর্ত একটাই ছোটবোন হাসবুন তালুকদার বুশরাকেও সঙ্গে নিতে হবে। একদিন টিকিট কাটা হল, তারপর উড়াল।ত্রিভুবন বিমানবন্দরে 'অন-অ্যারাইভাল' ভিসাসহ ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া শেষ হয় ২০ মিনিটে। তারপর কাঠমান্ডু গেস্ট হাউজের গাড়িতে চেপে চলে আসি থামেল'য়ে। এখানেই গেস্ট হাউজের অবস্থান।কাঠমান্ডুর থামেল দারুণ জমজমাট এলাকা। বাজার, দোকান, ইন্টারনেট ক্যাফে, এটিএম, রেস্তোরাঁ- কি নেই এখানে। পরদিন পোখরা যাওয়ার পরিকল্পনা করে ব্যাকপ্যাক হোটেল কক্ষে রেখে থামেলের আশপাশটা ঘুরে দেখতে বের হই।সেটা এই মাসের ১১ তারিখের কথা। পরদিন ১২ জুন সকালে গেস্ট হাউজের গাড়ি আমাদের বিমান বন্দর পৌঁছে দেয়। এবার আমি আর বুশরা পোখরার উদ্দেশ্যে উড়াল দেই।পোখরার গল্প কত শুনেছি। এবার নিজেই পোখরা দেখলাম। নিরিবিলি ও চমৎকার শহর। আর পোখরায় 'প্যারাগ্লাইডিং'য়ের গল্পতো সবার মুখে মুখে।আমরাও পোখরা এসেছি প্যারাগ্লাইডিং'য়ের উদ্দেশ্যে। পোখরা আমরা দুইদিন ছিলাম। পোখরার পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ, বিশাল সব ঝাউবন আর চিকন সড়ক অসাধারণ। প্রথমদিন আমাদের কেটেছে এভারেস্ট মিউজিয়াম, ডেভিড ফলস, গুপ্তেস্বর মহাদেব গুহা আর বুদ্ধাস্তুপ দেখে।তবে বুশরা অলসতায় বুদ্ধাস্তুপের চারশ সিঁড়ি পাড়ি দিতে পারিনি এই মনোকষ্ট পোড়াবে অনেকদিন। ঠিক একইভাবে পরদিন ভোরে 'মাচ্ছেপুছরে' বা 'ফিশটেইল' থেকে সূর্যোদয় দেখার আনন্দ আমৃত্যু আমাদের উচ্ছ্বাসে ভাসাবে।রাতের খাবার সে রাতে হোটেলের 'ওয়াটার ফ্রন্টে' সেরে চট জলদি ঘুমাতে যাই। হোটেল বয় আমাদের ভোর চারটায় জাগিয়ে দিল। আমরা ঠিক আধা ঘণ্টায় সারাঙ্গকোট চলে আসি। এখানে 'মাচ্ছেপুছরে' পাহাড় থেকে অস্থির সূর্যোদয় দেখার স্মৃতি আজীবন মনে থাকবে।এবার প্যারাগ্লাইডিং। সকাল সাড়ে ৯টা, ১১টা ও দুপুর ২টা প্যারাগ্লাইডিং'য়ের সময়। সূর্যোদয় দেখে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে সকাল দশটায় হই প্যারাগ্লাইডিং জন্য। বুশরাতো শুরুতেই বমি করে বসে, সে বমি তার আকাশে উড়েও থামেনি। আর আমার কেমন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।যখন আকাশে উড়লাম তখন কেমন নেশায় পেয়ে বসল। মেঘেদের সঙ্গে উড়ে বেড়ানো ছিল অসাধারণ অভিজ্ঞতা। হিমালয়, অন্নপূর্না মাউন্টেন রেঞ্জ সব উড়ে উড়ে দেখছিলাম। নিচে নামার ইচ্ছে ছিল না একদম। তবে এক সময় নামতে হয়, নেমে আসি আকাশে ওড়ার আনন্দ নিয়ে।দুদিন পোখরায় থেকে আবার কাঠমান্ডু গেস্ট হাউজের পুরানো আস্তানায় চলে আসি। সেদিন আমরা থামেলের আশপাশে রাত দশটা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াই। পরদিন ঘুরে বেড়াই কাঠমান্ডুর আশপাশে।শুরুতেই চলে যাই গৌরিঘাট। এখানে পশুবতি মন্দির দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। বেশি ভালোলেগেছিল এখানে বসানো পিতলের তৈরি 'নাদিয়া' নামের গরুটি। মন্দির ঘুরে দেখি। সেখান থেকে আমাদের গন্তব্য নাগরকোট। তারপর ভক্তপুর।এখানকার রাজবাড়ি, দরবার স্কয়ার, পুরানো দালানকোঠা অতীতে টেনে নিয়ে যায়। বিশাল সব পাথরের মূর্তি অসাধারণ।এরপর পাটান দরবার স্কয়ার। যার পুরোটাই দেখতে অনেকটা ভক্তপুর স্কয়ারের মতোই। তার সয়াম্ভুনাথ স্তুপ। থামেল ফিরে আসি বিকেল চারটায়। সেই বিকেলে হোটেলে আল-মদীনাতে দুপুরের খাবার খেয়ে আবার কাঠমান্ডু গেস্ট হাউজে আশ্রয় নেই!এবার আমাদের বিদায়ের পালা। আমরা 'প্যারাগ্লাইডিং'য়ে যেমন পাখির মতো উড়ে বেড়িয়েছি। তেমনি নেপালের ছয় দিনের সময়টুকু ছিল আমাদের জন্য পাখির মতো ঘুরে বেড়ানোর।ত্রিভুবন বিমান বন্দর থেকে বের হয়েই থাকার জন্য মোটামুটি মানের হোটেল পাওয়া যায়। অন্যতম এভারেস্ট ভিউ এবং হোটেল হিমালয়। খরচ প্রতি রাত ৮শ' থেকে ১ হাজার ভারতীয় রুপি।থামেলে কাঠমান্ডু গেস্ট হাউস বেশ ভালো। পাশাপাশি আরও অনেক হোটেল আছে। খরচ ২ হাজার ৫শ' থেকে ৫ হাজার ভারতীয় রুপি।ডলারের মূল্য যাই থাকুক দর কষাকষি করে রেট বাগানো যায়। সাধারণত এক ডলার সমান ১০১ রুপিয়া নেপালি টাকায়।আমরা কাঠমান্ডু থেকে বিমানে পোখরা গিয়েছিলাম। চাইলে গাড়ি ভাড়া করেও যাওয়া যায়। ভাড়া ৭ হাজার থেকে ১২ হাজার নেপালি রুপিয়া। পোখারায় অনেক হোটেল। পছন্দ মতো একটায় উঠে যান। ফ্লাইট খরচ ৫০ ডলার প্রতিজন।প্যারাগ্লাইডিং'য়ের সময় সকাল ৯টা, সকাল ১১টা ও দুপুর ১টা। খরচ প্রতিজন ১২ হাজার নেপালি রুপি। যা কিনা মে মাস পর্যন্ত ৫ হাজার নেপালি রুপি ছিল। কেউ ভারতীয় রুপি দিতে চাইলে প্যারাগ্লাইডিং'য়ের খরচ পড়বে ৭ হাজার ভারতীয় রুপি।এখনই নেপাল বেড়ানোর মোক্ষম সময়। যদিও সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি সময়টুকু নেপালিরা মনে করে বেড়ানোর পিক সিজন। তবে ঠাণ্ডা থাকে অতিরিক্ত। আমাদের জন্য এই সময়ই ভালো।

প্রাতঃভ্রমণে বের হতে চাইলে

এই মহামারীর সময়ে সকালে হাঁটতে বের হলে নিতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা।দেশে ও দেশের বাইরের বিভিন্ন স্থানে লকডাউন শিথিল হয়েছে। মানুষ ঘরের বাইরে বের হচ্ছেন প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে।তারই প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন উদ্যান কিংবা আবাসিক এলাকার পথে হাঁটতে কিংবা 'জগিং' করতে বের হচ্ছেন অনেকেই। তবে আতঙ্কের বিষয় হল, করোনাভাইরাস শিথিল হয়নি সামান্যতম।এই পরিস্থিতিতে হাঁটতে গিয়ে কী সতর্কতা নিতে হবে সেটাই জানানো হলো স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে।স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ ছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত মানুষগুলোর জন্য হাঁটাহাঁটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকেই ঘরে কিংবা বাসার ছাদে হাঁটাছেন। তবে সবার সেই সুযোগ নেই। তাই এই মানুষগুলো যদি বাইরে হাঁটতে যান তাদের বাড়তি সাবধানতা নিশ্চিত করতে হবে।

রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় যেসব খাবার

বিশেষ কিছু নয়, নিত্য দিনের খাদ্যাভ্যাসেই রয়েছে এসব খাবার।সাধারণত পায়ের শিরায় রক্ত জমাট বাঁধে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে 'ডিপ ভেইন থ্রমবোসিস' বা 'ডিভিটি'।রক্ত ঘন হয়ে জমাটা বাঁধা শুধু আক্রান্ত স্থানেই রক্তসঞ্চালনে বাধা দেয় না বরং এই জমাট রক্ত হঠাৎ ছুটে গিয়ে চলে যেতে পারে হৃদপিণ্ডে বা ফুসফুসে। ফলাফল মৃত্যু।যারা অনেক্ষণ বসে থেকে কাজ করেন, কিংবা কোথাও ভ্রমণ করতে গিয়ে প্লেনে বা বাসে অনেক্ষণ বসে থাকতে হয় তাদের এই ধরনের সমস্যা বেশি হয়। আর এই সমস্যা দূর করা অন্যতম উপায় হতে পারে খাদ্যাভ্যাসে কিছু খাবারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল।পানি: রক্ত জমাট বাঁধার অন্যতম কারণ হল পানির স্বল্পতা। পানির অভাবে রক্ত ঘন হয়ে যায় ও জমাট বাঁধে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দৈনিক ছয় থেকে আট গ্লাস পানি পান করা উচিত। খাবারে মসলার ব্যবহার: রক্ত জমাট বাঁধা থেকে রক্ষা পেতে খাবারে মসলা যেমন- রসুন যোগ করুন। প্রাচীন মিশরে ওষুধ হিসেবে এর ব্যবহার শুরু হয়েছিল। রসুন কড়া স্বাদ ও গন্ধযুক্ত। এটা রক্ত পাতলা করতে সহায়তা করে।রসুন ছাড়াও 'স্যালিসাইলেটস' সমৃদ্ধ কারি-পাতা, হলুদ, গোলমরিচ, পাপ্রিকা, যষ্টিমধু, পুদিনা ও আদা ইত্যাদি রক্ত পালতা করতে সাহায্য করে।খাঁটি ভার্জিন অলিভ অয়েল: যেকোনো ভোজ্য তেলের মধ্যে জলপাইয়ের তেল সার্বিকভাবে হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা থেকে বাঁচতেও এটা কার্যকর।দ্যা অ্যামেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন থেকে জানা যায়, ভার্জিন জলপাইয়ের তেলের 'ফেনল' নামক উপাদান রক্ত জমাট বাঁধায় এমন উপাদান কমাতে সহায়তা করে।রান্নায় জলপাইয়ের তেল সহজেই ব্যবহার করা। তবে রক্ত জমাট বাঁধা এড়াতে জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে রসুন বা অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে সালাদ পরিবেশন করতে ব্যবহার করতে পারেন।বাদাম ও শস্য: বাদাম ও শস্য ভিটামিন ই সমৃদ্ধ যা রক্ত পাতলা করতে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, ভিটামিন ই খাওয়া কেবল প্রথমবার রক্ত জমাট বাঁধা থেকে বিরত রাখে না বরং যাদের এই সমস্যা আগে দেখা দিয়েছে তাদের পুনরায় রক্ত জমাট বাঁধা থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করে। আখরোট, কাঠ-বাদাম, ওটস, গম ও ডাল-জাতীয় খাবার ভিটামিন এ সমৃদ্ধ।মাছ ও তিসি: ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার রক্ত জমাট বাঁধা ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। গবেষণায় দেখা যায়, ১.৮ গ্রাম ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড খাবারে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা রক্ত প্রবাহ উন্নত করে এবং ধমনীর পুরুত্ব কমাতে সহায়তা করে।ওমেগা-থ্রি সমৃদ্ধ মাছ যেমন- স্যামন, হেরিং, ম্যাকারেল, ট্রাউট ইত্যাদি। দেশি মাছের মধ্যে রয়েছে পাঙ্গাস, কাতলা বা ইলিশ মাছ। তিসি ও সূর্যমুখীর বীজ ওমেগা-থ্রি'র ভালো উৎস।

ছয় ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে উপায়

বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ হলো পরস্পর থেকে ছয় ফিট দূরত্ব রাখা। তবে দৌড়ানো, সাইকেল চালানো কিংবা যে কোনো ধরনের শারীরিক পরিশ্রমের মধ্যে থাকাকালে মানুষের মুখনিঃসৃত লালাকণা আরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে বাতাসে ভেসে। এক প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'আনসিস' 'স্টিমুলশন'য়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দাবি করেছে, যদি একজন মানুষ ঘণ্টায় ৪ কিলোমিটার গতিতে হাঁটে তবে তার মুখনিঃসৃত লালাকণা তাদের পেছনে ১৬ ফিট বা পাঁচ মিটার পর্যন্ত ছড়াতে পারে। এই পরীক্ষায় পরিবেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন- বাতাস, আর্দ্রতা ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয়নি। আর পুরো পরীক্ষাটিতে মানুষের অংশগ্রহণ ছিলনা, পুরোটাই যান্ত্রিক।তবে তারপরও বুদ্ধিমানের কাজ হবে দৌঁড়ানো কিংবা হাঁটাহাঁটির সময় অন্যদের থেকে ১২ থেকে ২০ ফিট দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করা।

আশপাশে নজর রাখা

স্বাভাবিক সময়ে কানে হেডফোন গুঁজে দিন দুনিয়া ভুলে 'জগিং' করতেন হয়ত। তবে এখন তা সম্ভব নয়। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে কে আসছে আপনার দিকে, আপনি কোনদিকে যাচ্ছেন সেদিকে। চারপাশ থেকে আসা মানুষ থেকে দূরত্ব বজায় রাখার জন্যই কে আসছে দেখে আপনি কোনদিকে যাবেন সেই পরিকল্পনা করতে হবে। যে পথে জন-সমাগম কম সেই পথ বেছে নিতে হবে। সময়টাও বেছে নিতে হবে এমন যখন রাস্তায় মানুষ কম। আবার রাতের বেলা নিরিবিলি রাস্তায় হাঁটতে গেলে দূর্ঘটনার কথাও মাথায় রাখতে হবে। এসময় দামি কিছু সঙ্গে না রাখাই ভালো।

মাস্ক পরা আর না পরা

হৃদযন্ত্রের কাজের চাপ যখন বেড়ে যায় তখন তার অক্সিজেনের চাহিদাও বেড়ে যায়। যেহেতু শারীরিক পরিশ্রমের কারণে হৃদযন্ত্রের ওপর ধকল বাড়ে তাই এসময় মুখে মাস্ক পরা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মাস্ক শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি করে।

ভীড়ের মধ্যে হাঁটা যাবেনা

হাঁটা, দৌড়ানোর সময় শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, মুখে মাস্কও থাকছে না। তাই এমন সময় ভীড় এড়ানো আপনার অবশ্য কর্তব্য। সামনে থেকে যদি অন্য কাউকে দৌড়ে আসতে দেখেন এবং তার ১২ থেকে ২০ ফিট দূরে যাওয়া সম্ভব না হয় তবে নিজে থেমে গিয়ে মুখে কিছুক্ষণের জন্য মাস্ক পরে নিতে পারেন।

হাত সামলে

বাইরে হাঁটতে গিয়ে চেষ্টা করবেন বাইরের কোনো কিছু স্পর্শ না করার। পার্কের গেট, লিফটের সুইচ, গাছ, বেঞ্চ কোনোকিছুই স্পর্শ করা চলবে না। সঙ্গে সবসময় হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে। যাতে কোনোকিছু স্পর্শ করেই ফেললে তৎক্ষণাত হাত জীবাণুমুক্ত করে ফেলতে পারেন।

শরীরে ওপর ধকল কমানো

যত দিনের অভিজ্ঞ দৌড়বিদই হন না কেনো, এখন নিজের ক্ষমতা প্রদর্শণ করার সময় নয়। শরীরের ওপর, হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ কম রাখা ভালো। মধ্যম গতিতে দৌড়াতে হবে। রাস্তায় ভীড় থাকলে, সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হলে দৌড়ানোর পরিকল্পনা বাদ দিতে হবে।

ছয় ফিট দূরত্ব আন্দাজ করার উপায়

চলার পথে ঠিক কতটুকু দূরত্ব ছয় ফিট তার আন্দাজ রাখা খুব একটা সহজ নয় সবার জন্য।করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। তাই জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়াই ভালো। আর বের যদি হতেই হয় তবে অন্য মানুষ থেকে অন্তত ছয় ফিট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। পরতে হবে মাস্ক, সঙ্গে থাকতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার।মাস্ক আর হ্যান্ড স্যানিটাইজার তো ঠিক আছে। তবে চলার পথে ঠিক কতটুকু দূরত্ব ছয় ফিট তার আন্দাজ রাখা খুব একটা সহজ নয় সবার জন্য।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হলো কীভাবে এই ছয় ফিটের আন্দাজ করবেন সে সম্পর্কে।

ছয় ফিট দূরত্বের কারণ

করোনাভাইরাস ছড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ নিঃসৃত লালাকণার সঙ্গে, যা বেরিয়ে আসে ওই ব্যক্তির কথা, কাশি কিংবা হাঁচির সঙ্গে। এই লালাকণা মাটিতে থিতু হওয়ার আগে গড়ে ছয় ফিট বা প্রায় ১.৮ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে বাতাসে ভেসে থাকা অবস্থায়। আর ওই সময় কোনো সুস্থ ব্যক্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভেসে থাকা করোনাভাইরাস তার শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এই সম্ভাবনা কমাতেই ছয় ফিট দূরত্ব বজায় রাখতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

কতটুকু দূরত্ব ছয় ফিট

ছয় ফিট লম্বা লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সবসময় বাস্তবমুখী নয়। আবার চলার পথে সবসময় এই দূরত্বের পরিমাণ আন্দাজে রাখাও কঠিন। এক্ষেত্রে সমাধান হতে পারে দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তুর সঙ্গে ছয় ফিটের তুলনা করে আন্দাজ বজায় রাখা।তিন আসনের সোফা: প্রায় সব ঘরেই এক সেট সোফা থাকে। প্রতিদিন এই আসবাব ব্যবহার করতে গিয়ে এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্পর্কে একটা ধারণা আপনার হয়েই যায়।

ঘরে থেকে কাজ করেও ত্বকের ক্ষতি

বৈদ্যুতিক পর্দার আলো অজান্তেই হয়ত ত্বকের বারোটা বাজাচ্ছে।লকডাউনের সময়ে যারা ঘরে থেকে অফিসের কাজ করছেন তারা হয়ত ভাবছেন অন্তত সূর্যের আলোর ক্ষতিকর রশ্মি থেকে নিরাপদে আছেন।তবে ধারণাটা ঠিক নয়। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি যেমন ক্ষতিকর তেমনি মোবাইল, কম্পিউটার বা ল্যাপটপ- এই ধরনের যন্ত্রের বৈদ্যুতিক পর্দার 'ব্লু রে' বা নীল রশ্মিও ত্বকে প্রভাব ফেলে।এই ব্যাপারে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের চর্মরোগবিশেষজ্ঞ ও 'হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন' ডা. বিএল জানগিদ বলেন, "সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি আর বৈদ্যুতিক যন্ত্রের পর্দার নীল আলো মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে এর অতিরিক্ত সংস্পর্শে আসলে। এই নীল আলো ত্বকে বিভিন্ন দাগ সৃষ্টি করে, বয়সের ছাপ গাঢ় করে, ব্রণ বাড়ায় এবং 'পিগমেন্টেইশন'য়ের মাধ্যমে ত্বকের রং গাঢ় করে।""মানসিক সমস্যা ও অনিদ্রার পেছনেও এই নীল আলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"ফলে যে মোবাইল নিয়ে প্রতিদিন ঘুমাতে যান সেটাই আপনার চেহারার লাবণ্য কেড়ে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর ঘুম না আসলে যদি মোবাইলে সময় কাটান তবে ঘুমের সমস্যা আরও বাড়বে, যতই অবসাদ থাকুক না কেনো ঘুম আসবে না।মুখের ত্বককে সবচাইতে বেশি সংবেদনশীল হিসেবে ধরা হয়। ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে কিংবা বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে বের হওয়া ওই নীল আলো চেহারায় লম্বা সময় পড়লে 'পিগমেন্টেইশন' দ্রুততর হয়, ত্বক তার দ্যুতি হারায়।নীল আলো থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে এই চিকিৎসকের পরামর্শ হল সানস্ক্রিন ব্যবহার করা। এমনকি ঘরে থাকলেও।তিনি বলেন, "প্রতি তিন ঘণ্টা পর পর সানস্ক্রিন ধুয়ে নতুন করে প্রয়োগ করতে হবে। ঠোঁটকে সুরক্ষিত রাখতে 'এসপিএফ' আছে এমন 'লিপবাম' ব্যবহার করতে পারেন। ত্বক ময়েশ্চারাইজিং করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ঘরের বাইরে গেলে অতিবেগুনি রশ্মি থেকে সুরক্ষা দেয় এমন রোদচশমা ব্যবহার করতে হবে। আর সবচাইতে উপকারী হবে যদি বৈদ্যুতিক পর্দার সামনে সময় কাটানোর মাত্রা কমাতে পারেন।""মোবাইল সবসময় 'নাইট মোড'য়ে রাখতে পারেন, এই 'মোড' মোবাইলের নীলচে আলোর পরিবর্তে হলদে আলো বিচ্ছুরণ করে। এই আলো চোখের জন্য নরম, ত্বকের জন্যও ভালো।"এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি-যুক্ত ফল ও সবজি খাওয়ার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক।

পিটের কাছে
ছয় সন্তানের অ
গেল, ব্র্যাঞ্জেলি
সম্পর্কের দৌড়
মিডিয়ায় পুরো
জোলি আর পি
ভাগাভাগি নিয়ে
নভেম্বর সন্তান
এ অভিযোগেই
অভিভাবকত্ব চা
জানিয়েছেন, গি
অন্যদিকে দীর্ঘ
পুরোনো সম্প
প্যাক্স (১৬) ও
অভিভাবকত্বের

সোমবার থেকে আগরতলায় শুরু হয়েছে সেবা সপ্তাহ। ছবি- নিজস্ব।

ভাষা এখন ভোটের প্রজেক্ট, হিন্দি একাডেমি নিয়ে রাজ্যকে তোপ সুজনের

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি স): সোমবার ১৪ সেপ্টেম্বর হিন্দি দিবসের দিন রাজ্যে হিন্দি একাডেমি তৈরীর কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই ''ভাষা এখন ভোটের প্রজেক্ট'' বলে মুখ্যমন্ত্রীকে এক হাত নিলেন বাম পরিষদের নেতা সুজন চক্রবর্তী।

এদিন নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে হিন্দি একাডেমি তৈরি কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই এই প্রসঙ্গ সুজন চক্রবর্তী বলেন ''সরকারের ১০ বছর হতে চলল এখন নতুন নতুন করে মনে পড়ছে কেন।ভোট আসছে বলে? ভোট আসছে বলেই অন্য ভাষাভাষীর মানুষদের মনে পড়ছে? ভাষা এখন ভোটের প্রজেক্ট''।

প্রসঙ্গত, এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, '' বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু আমরা অন্য ভাষাকে অবজ্ঞা করি না। একাধিক ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছি আমরা। তার জন্য আমরা গর্বিত।আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি। সব ভাষাকে ভালবাসি। বাংলা ভাষা সবাইকে ভালোবাসে। আমাদের এখানে হিন্দি ভাষার অনেক লোক বাস করেন। তাই আমরা হিন্দি ভাষাকেও ভালবাসি। আর এবার হিন্দি একাডেমি তৈরি করছে রাজ্য''।

কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলায় ২৮ সেপ্টেম্বর সলমনকে হাজিরার নির্দেশ যোধপুর আদালতের

যোধপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলা এবং অস্ত্র আইন মামলায় আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর অবশ্যই যোধপুর আদালতে হাজিরা দিতে হবে বলিউড তারকা সলমন খানকে। সোমবার এমনই নির্দেশ দিয়েছে যোধপুর জেলা আদালত।

কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলা এবং অস্ত্র আইন মামলায় সোমবারের শুনানিতে যোধপুর আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল বলিউড তারকা সলমন খানের। তবে করোনার কারণ দেখিয়ে সলমনের আইনজীবী, হস্তিমল সারশ্বত জানান সশরীরে হাজিরা দিতে পারছেন না সলমন। বিচারক রাঘবেন্দ্র কচ্ছবাহ আজের শুনানি স্থগিত করে দেন, এবং সলমন খানকে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের শুনানিতে আবিশ্যিকভাবে হাজিরার নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে হাম সাথ সাথ হ্যায় শ্যুটিং চলাকালীন সলমনের উপর কৃষ্ণসার হরিণ শিকারের অভিযোগ রয়েছে। যোধপুরের নিকটবর্তী কঙ্গনি গ্রামে দুটি কালো হরিণ শিকারের অভিযোগ করেছে ভাইজানের উপর। ১৯৯৮ সালে ১-২ অক্টোবরের মধ্যে এই ঘটনা বলে অভিযোগ।

সইফ আলি খান, সোনালি বেন্দ্রে, তাবু, এবং নীলমও এই ঘটনায় অভিযুক্ত ছিলেন। তবে সলমন খানের অন্য কো-স্টারদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ না থাকায়, তাঁদের আগেই এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।এই মামলায় এর আগে ২০১৮ সালের ৫ এপ্রিল, যোদপুর জেলা আদালতের প্রধান জুডিসিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেট সলমনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন দুটি কালো হরিণ শিকারের জন্য। সিজিএম আদালতের তরফে ১০ হাজার টাকা জরিমানা নির্দেশ দেওয়া হয় সলমন খানকে। ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন আইনের আওতায় দোষী সাব্যস্ত হন সলমন খান। এরপর জেলা এবং সেশন আদালত সেই রায় খারিজ করে দেয় ঠিক দু দিন পর- ৭ এপ্রিল। এবং জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় সলমন খানকে।

গোটা দেশে বিরল, করোনা মোকাবিলায় হার স্বীকার অসম সরকারের, হিমন্তবিশ্বকে 'প্রতিশ্রুতি মন্ত্রী' আখ্যা দিয়ে স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্ব নিতে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ প্রদীপের

শিলচর (অসম), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অতিমারি করোনার কাছে হার মেনে রীতিমতো পরাজয় স্বীকার করেছে অসম সরকার। সরকার প্রকাশ্যে বলছে, আমাদের আর কিছু করণীয় নেই। জনতাকে করোনা নিয়েই চলতে হবে। করোনা প্রতিরোধে সরকার আর কিছু করতে পারছে না। তাই জনসাধারণ যদি সতর্ক না হন নিয়মনীতি না মেনে চলেন তা হলে সরকারের কিছু করার নেই।

বিস্ফোরক এই মন্তব্য সারা কাছাড়-হাইলাকান্দি-করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থার (আকসা) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়ের। প্রদীপ বলেন, করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিজেপি সরকার রাজ্যবাসীকে একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ ব্যর্থ অসম সরকার। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে অসমই প্রথম যে রাজ্যে সর্বপ্রথম করোনার কাছে হার মেনে নিয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য করোনার সঙ্গে লড়াই করছে এবং সঙ্গে সফলতাও পাচ্ছে। বিশেষ করে কেরল, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশে করোনার সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। কিন্তু অসমে প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন হাজার মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা করোনাকে পরাস্ত করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। অনেক বড় বড় প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন এবং করছেনও। আজ তিনি নিজেকে অক্ষম এবং ব্যর্থ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

উদ্বেগজনক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে প্রদীপ দত্তরায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছে আবেদন করেছিলেন, করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার কত কোটি টাকা দিয়েছে এবং রাজ্য সরকার কত কোটি টাকা কোথায় খরচ করেছে তার স্পষ্ট স্বচ্ছ হিসাব জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে। রাজ্য সরকার এখন বলছে, করোনা রোগীদের কোনও খরচ সরকার দিতে পারবে না। হাসপাতালে রোগীকে যেতে হলে অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়াও সংশ্লিশ্চ রোগীকে বহন করতে হবে। এছাড়া কোনও খাবার দেওয়া হবে না বলেও বলা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বরাক উপত্যকায় প্রতিদিন দুশো থেকে আড়াইশো মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন এবং সারা অসমে সে সংখ্যা তিন হাজারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তিনি বলেন, এমন-কি গুয়াহাটি শহরে ৫০০ করে রোজ আক্রান্ত হচ্ছেন। এক্ষেত্রে সরকারের পিছিয়ে যাওয়া এবং আত্মসমর্পণ করার অর্থ হচ্ছে চূড়ান্ত ব্যর্থতা। সরকার করোনা মোকাবিলায় যে ব্যর্থ হয়েছে তার অনেক উদাহরণ এখন প্রকাশ্য আসছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বরাক উপত্যকায় এসে বলেছিলেন, শিলচর ডিএসএতে ১০০০ শয্যা বিশিষ্ট কোভিড সেন্টার খোলা হবে। ৩০০ শয্যার একটি করোনা হাসপাতাল হবে। কিন্তু তার কিছুই হয়নি এখানে। এই ভাওতা এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি মন্ত্রীরা কেন দিলেন, বোধগম্য হচ্ছে না প্রদীপ দত্তরায়ের।

এছাড়া স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাও এখানে এসে বলেছিলেন, করিমগঞ্জে ১ হাজার শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে। বাস্তবে তার কিছুই হয়নি। সরকারের এই ব্যর্থতার সুযোগে বেসরকারি নার্সিংহোমগুলো করোনা হাসপাতাল করতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে শিলচরের দুটি নার্সিংহোম ঘোষণা করে দিয়েছে তাদের হাসপাতালে করোনা রোগের চিকিৎসা হবে। এভাবে প্রতিটি নার্সিংহোমে করোনার চিকিৎসা করতে বাধ্য হলে সাধারণ রোগীরা কোথায় যাবেন? ওইসব সাধারণ রোগীদের নিয়ে সরকার কোনও চিন্তাই করছে না। তাই বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের হাতে নিয়ে তার দেখভাল করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন প্রদীপ।

তিনি বলেন, সরকারের কাজ শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়া নয়, জনগণের যাবতীয় দেখভালের গুরুদায়িত্ব বহন করা, এই বোধ থাকতে হবে সরকারের। প্রদীপ দত্তরায় বলেন, অতিসম্প্রতি অর্থ তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা দিশপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন, বরাকে তিনটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠ করা হবে। এগুলো ভাওতা ছাড়া আর কিছু নয় বলে মনে করেন বক্তা। তাঁর জিজ্ঞাসা, করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণের কী হলো? স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তার জবাব দিতে বলেছেন প্রদীপ দত্তরায়।

আরও বলেন, অসমের দুটি পেপার মিল পাঁচগ্রাম এবং জাগিরোডে, সেগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে অসম সরকার এক মাসের সময় চেয়েছে। অনুশোচনা ব্যক্ত করে প্রদীপ দত্তরায় বলেন, পেপার মিল দুটো কেন রক্ষা করতে পারছে না বর্তমান সরকার? এছাড়া বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বিদেশ থেকে সমস্ত কালো টাকা এনে দেশের প্রত্যেক মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেবেন। তার তো কিছুই হলো না। পেপার মিল চালু হবে বলেও দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ছয় বছরে তারও কিছু আজ পর্যন্ত হল না। সরকার কেবলমাত্র প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সরকার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেবল তা-ই নয়, মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বরাক উপত্যকায় এসে বলেছিলেন, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির সমস্ত চাকরি এখানকার ছেলেমেয়েদের দেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতিও বেমালুম ভুলে গেছেন তিনি। একজনকেও চাকরি দেননি। মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের নিজের দফতরে অর্থাৎ স্বাস্থ্য বিভাগে ৪০০ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে, অথচ বিস্ময়করভাবে বরাক উপত্যকার একজনও সেই সব পদে চাকরি পায়নি। কৃষি বিভাগে ১১১ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। কেউ নেই বরাক উপত্যকার। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগে যে সব নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে তাঁদের সবাই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাসিন্দা। অথচ তাঁদের নিযুক্তি দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বরাক উপত্যকায়।

এভাবে বরাক উপত্যকার মানুষ আর কতদিন সহ্য করবেম? যদি এ রকম চলতে থাকে তা হলে বরাক উপত্যকার মানুষ ভিন্ন চিন্তা করতে বাধ্য হবেন বলে আজও ফের বলেছেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা।

তাই সার্বিক পরিস্থিতিতে প্রদীপ দত্তরায় হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে একজন 'প্রতিশ্রুতি মন্ত্রী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি শুধু প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন বাস্তবে কোনও কিছু রূপায়ণ করতে পারেন না। বরাক উপত্যকায় তিনটি মহিলা কলেজের কথা বলেছেন, তা কখনও বাস্তবায়িত হবে না বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন প্রদীপ। বলেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী আসলে কিছুই করতে পারেননি, জনসাধারণকে কেবল ভাওতা দিতে অভ্যস্ত। তাই প্রদীপ দত্তরায় মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালকে বর্তমান করোনা অতিমারি সময় জনগণের পাশ থেকে সরে না গিয়ে মানুষের পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন।

পূজা স্পেশাল: বাংলাদেশের ইলিশ ভারতে

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৪।। ভারতে পূজা স্পেশাল ইলিশ রপ্তানির ১২ টনের প্রথম চালান সোমবার বিকালে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারতে গেছে।

খুলনাস্থ জাহানাবাদ সি ফিশ লিমিটেড নামের একটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এই মাছ ভারতে রপ্তানি করেছে। প্রতি কেজি ইলিশ মাছ ১০ মার্কিন ডলার মূল্যে রপ্তানি করা হচ্ছে। সোমবার মোট ১ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের ইলিশ রপ্তানি করা হয়।

ভারতের কোলকাতার আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান জে কে ইন্টারন্যাশনাল এই মাছ আমদানি করেছে। কাস্টমসের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে রপ্তানি করেন মিলা এন্টারপ্রাইজ নামে একটি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট।

আসন্ন দুর্গাপূজায় শুভেচ্ছা হিসেবে এবার ১ হাজার ৪৫০ টন ইলিশ মাছ ভারতে রপ্তানি করা হবে। সোমবার বাংলাদেশের বাণিজ্য সচিব ড় জাফর উদ্দিন গনমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আসন্ন দুর্গাপূজা উপলে আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ১ হাজার ৪৫০ টন ইলিশ ভারতে রপ্তানি করা হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ভারতে ইলিশ মাছ রপ্তানির জন্য ইতোমধ্যে ৯টি দেশি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। গত বছরও সরকার শারদীয় শুভেচ্ছা হিসেবে ভারতে ৫০০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছিল।

বেনাপোল কাস্টমস কমিশনার আজিজুর রহমান জানান, ইলিশ রপ্তানির প্রথম চালান বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারতে গেছে। দ্রুত রপ্তানি করার জন্য কাস্টমসের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ভাতারে পাথরবোঝাই ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত মহিলা

বর্ধমান, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানার পালাড়া এলাকায় পাথরবোঝাই ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতের নাম সন্ধ্যা মাঝি (৪৫)। তাঁর বাড়ি পালাড়া এলাকায়। সোমবার সকালে পালাড়া মোড়ের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই দুর্ঘটনার পরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে সন্ধ্যাদেবী পরিচারিকার কাজে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন। তিনি ভাতার বাজারে এজকনের বাড়িতে পরিচারিকার কাজে যাচ্ছিলেন। পথে পালাড়া মোড় এলাকার একটি পাথরবোঝাই ডাম্পার মহিলাকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।সন্ধ্যাদেবীর এই মর্মান্তিক মৃত্যু মেনে মিতে পারেননি এলাকার বাসিন্দারা। ডাম্পার ও তার চালককে আটকে রেখে স্থানীয়রা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। খবর পেয়ে ভাতার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি পুলিশ ডাম্পার ও তার চালককে আটক করে। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উৎকোচ চেয়ে নাগরিক হয়রানি, পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিধান দাসকে বদলির দাবিতে ফের উত্তাল মোহনপুর

হাইলাকান্দি (অসম), ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উৎকোচ চাওয়ার জেরে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিধান দাসকে বদলির দাবিতে ফের উত্তাল হয়ে উঠেছে হাইলাকান্দি জেলার মোহনপুর এলাকা। 'দুর্নীতিপরায়ণ' 'ঘুসখোর' পুলিশ অফিসার বিধান দাসের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে বিএসওয়াইএফ-এর মোহনপুর আঞ্চলিক কমিটি।

তাঁদের অভিযোগ, মোহনপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিধান দাস যে কোনও ঘটনার প্রেক্ষিতে উৎকোচ দাবি করেন। এছাড়া গাড়ি চালকদের কাছে অর্থ দাবি করে নানা সময় হয়রানি করেন তিনি। বর্তমান করোনাকালে চতুর্দিকে তীব্র অর্থ সংকট দেখা দিলেও মোহনপুর পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জের কোনও যায় আসে না। তাই জনগণ পুলিশি জুলুমবাজিতে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। বিএসওয়াইএফের মোহনপুর আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি কামরুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ, সাধারণ সম্পাদক বাহার উদ্দিন লস্কর সহ মোহনপুরের আমজনতা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, মোহনপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ খাকি পোশাকের অপব্যবহার করে পুলিশ সুপার ও স্থানীয় বিধায়কের দোহাই দিয়ে সাধারণ গরিব ঠেলাওয়ালা, সবজি বিক্রেতা, রিকশা চালক, অটোরিকশা চালক, মাটির গাড়ির চালকদের কাছ থেকে তোলা আদায় করেন। এর প্রতিবাদে কিছুদিন আগেও শতাধিক উত্তেজিত জনতা মোহনপুর পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করে বিধান দাসের বদলির দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন।

উত্তেজিত জনতার আওয়াজে সেদিন উত্তাল হয়ে উঠেছিল মোহনপুর পুলিশ ফাঁড়ি চত্বর। তখন খবর পেয়ে হাইলাকান্দি থেকে ছুটে যান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুলেন্দ্রনাথ ডেকা, আলগাপুর থানায় ওসি রঞ্জিত শইকিয়া। তাঁরা ১২ ঘণ্টার মধ্যে ইনচার্জ বিধান দাসকে বদলি করা হবে বলে আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন ক্ষুব্ধ জনতা।

কিন্তু তাঁরা কথা রাখেননি। বিএসওয়াইএফের মোহনপুর আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি কামরুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, আজ কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও পুলিশের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ বিধান দাসকে বদলি করেননি। আজকের আন্দোলনে শামিল ছিলেন মোহনপুর গ্রান্ট জিপির আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য জাবেদ আহমেদ লস্কর, প্রাক্তন জিপি সচিব রফিকুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ, বিএসওয়াইএফের কার্যনির্বাহী সদস্য হুজাইল আহমেদ বড়ভুইয়াঁ, কারিদুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ প্রমুখ। এদিকে এ বিষয়ে হাইলাকান্দির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুলেন্দ্রনাথ ডেকাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, মোহনপুরের আমজনতার অভিযোগের ভিত্তিতে হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার পবিন্দ্রকুমার নাথ হাইলাকান্দির সদর ডেপুটি পুলিশ সুপার নয়নমণি বর্মণকে ঘটনার তদন্ত করে কয়েক দিনের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রিপোর্টের ভিত্তিতে বিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে তিনি সকলের কাছে সর্বাবস্থায় শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান। অন্যদিকে বিএসওয়াইএফের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আলি হুসেন মীরা হাইলাকান্দির জেলাশাসক মেঘানিধি দাহাল এবং পুলিশ সুপার পবিন্দ্রকুমার নাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। পাশাপাশি এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য বিএসওয়াইএফের মোহনপুর আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি কমরুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ, সাধারণ সম্পাদক বাহার উদ্দিন লস্কর সহ মোহনপুরের আমজনতার কাছে অনুরোধ জানান তিনি।

দিল্লিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩২২৯

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। বিগত ২৪ ঘন্টায় আম আদমি পার্টি শাসিত আধা রাজ্য দিল্লিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৩২২৯। ওই সময়ের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে ২৬জন। ফলে সব মিলিয়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭৭৪জন। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২১৫৩৩।

সোমবার জারি হওয়া স্বাস্থ্য বুলেটিনে দিল্লি সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২১৫৩৩। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ৩২২৯। নিহত ২৬। ওই সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩৩৭৪। সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ১৮৮১২২। দিল্লিতে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২৮৬৪১। এখনো পর্যন্ত সব মিলিয়ে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২১৮৪৩১৬।বিগত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৪৮৮৪। দিল্লিতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা ১৫১৭।হোম আইসোলেশনের মধ্যে রয়েছে ১৬৫৬৮।

দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়েছে

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পাইকারী মূল্য সূচক অনুযায়ী, চলতি বছরেরর আগস্ট মাসে বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার গত বছরের ওই একই মাসের তুলনায় দাঁড়িয়েছে ১.১৭ শতাংশে।

কেন্দ্রীয় শিল্প প্রসার ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দফতরের আর্থিক উপদেষ্টার কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে আগস্ট মাসের প্রাথমিক এবং জুন মাসের চূড়ান্ত পাইকারি মূল্য সূচক প্রকাশ করা হল। প্রতি মাসের ১৪ তারিখ বা পরবর্তী কাজের দিন এই পাইকারি মূল্য সূচক প্রকাশ করা হয়। প্রতি মাসে প্রাথমিক মূল্য সূচক প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মাসের প্রকাশের দিনটি থেকে দু'সপ্তাহের ব্যবধান থাকে। অবশ্য, মূল্য সূচক ১০ সপ্তাহ পর চূড়ান্ত করা হয় এবং সেই অনুসারে, সূচক সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ হয়।

প্রাথমিক দ্রব্য সামগ্রীর গত মাসের সূচক পূর্ববর্তী জুলাই মাসের তুলনায় ১.১৮ শতাংশ বেড়ে ১৪৬.৩ হয়েছে। খনিজ পদার্থ, অশোধিত পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সূচক বেড়েছে। জ্বালানি ও শক্তি ছয়ের পাতায়

দু মাস কেটে গিয়েছে মৃতদেহের হদিস নেই ফের কাঠগড়ায় কলকাতা মেডিকেল

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আবহে বেশ কয়েকবার রোগী হয়রানির অভিযোগ উঠেছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। আর এবার কলকাতা মেডিকেলের বিরুদ্ধে উঠলো মৃতদেহ উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগ। গত দু মাস ধরে হদিস নেই করোনা রোগীর মৃতদেহ। সোমবার হাসপাতাল চত্বরে রোগী মৃতদেহ খুঁজতে আসেন রোগীর পরিজনরা।

মৃত রোগীর পরিবারের তরফে অভিযোগ, গত ১৭ জুলাই এয়ারপোর্ট দু-নম্বর গেটের বাসিন্দা ৫৪ বছরের প্রশান্ত ঘোষকে কলকাতা মেডিক্যালে আনা হয়। ওই রোগীর রোগী মৃত্যু হয়। জানা যায়, করোনা আক্রান্ত ছিলেন ওই ব্যক্তি। এরপরেই কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয় গোটা পরিবারকে। কিন্তু কোয়ারেন্টিন থেকে বেরিয়ে আর হদিস মেলেনি ওই রোগীর। প্রায় দু-মাস কেটে গিয়েছে তবুও মৃতদেহের কোনও হদিস নেই। কিন্তু এখনও মেলেনি সেই রোগীর মৃতদেহ মেলেনি ডেট সার্টিফিকেট।এমনকি তাদের জানেও না কোথায় আছে তাদের রোগী ক্ষোভে ফুঁসছে রোগীর পরিবার। প্রায় প্রতিদিনই হাসপাতাল চত্বরে দেহ খুঁজতে আসে ওই রোগীর পরিবার। এদিন ও হাসপাতাল চত্বরে এসে চরম হয়রানিতে নাস্তানাবুদ হয় রোগীর পরিবার।

লোকসভায় সাংসদদের বেতন কাটতির বিল পেশ

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা সংকটকালের মধ্যেই লোকসভায় শুরু হয়েছে বাদল অধিবেশন। সোমবার বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী এক বছরের জন্য সাংসদদের বেতনে ৩০ শতাংশ কেটে নেওয়ার প্রস্তাব পেশ করেন।

করোনা মহামারী রুখতে সরকার যে বিপুল পরিমাণ কর্মযজ্ঞ গ্রহণ করেছে এবং তাতে যে বিপুল অর্থ খরচ হচ্ছে তাতে সাংসদদের থেকে কেটে নেওয়া অর্থ বিনিয়োগ করা যাবে। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে অধ্যাদেশ জারি করে সাংসদদের বেতন কাটতি করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার।এদিন সাংসদ সদস্য বেতন, ভাতা এবং পেনশন (সংশোধিত) ২০২০ বিল পেশ করা হয়। এই বিল পাশ হলে ১৯৫৪ সালের আইন সংশোধিত হবে।

করোনাভাইরাস:বাংলাদেশে আরো ২৬ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৪।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরো ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৭৫৯ জনে। এছাড়া, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ৮১২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে করোনা শনাক্ত হলো মোট ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৩৩২ জনের।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে ১৪ হাজার ২১৬ জনের নমুনা পরীা করা হয়। এছাড়া একদিনে নতুন করে ২ হাজার ৫১২ জন সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে করোনাভাইরাস থেকে সুস্থ হওয়ার সংখ্যা দাঁড়ালো ২ লাখ ৪৩ হাজার ১৫৫ জনে। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত (কোভিড-১৯) প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। তার ১০ দিন পর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হলেন হরিবংশ নারায়ণ সিং

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে ফের দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হলেন জেডিইউ নেতা হরিবংশ নারায়ণ সিং। করোনা সংকটকালের মধ্যে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন।অধিবেশনের শুরুতেই রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান পদকে বসবে সেই নির্বাচন শুরু।বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ প্রার্থী হরিবংশ নারায়ণ সিং এর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা মনোজ ঝা। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। অবশেষে ধ্বনি ভোটে জয়যুক্ত হয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হলেন হরিবংশ নারায়ণ সিং। উপরাষ্ট্রপতি তথা চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান পদের জন্য হরিবংশ নারায়ণ সিং এর নাম ঘোষণা করেন।এদিন শুরুতে ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য বিজেপি সাংসদ জগত প্রকাশ নাড্ডা হরিবংশ নারায়ণ সিং এর নাম প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাবর চন্দ গেহলট।অন্যদিকে, বিরোধীদের তরফ থেকে রাষ্ট্রীয় জনতা দল নেতা মনোজ ঝার নাম প্রস্তাব করেন কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ। সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন আনন্দ শর্মা।কিন্তু ধনী ভোটে জিতে যান হরিবংশ। তার জয়লাভে আনন্দ ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।হরিবংশ নারায়ণ সিং দক্ষতা এবং নিরপেক্ষতার প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

রাজ্যে করোনা সংক্রমনের হার কম : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি স): যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় একপ্রকার থরহরি কম্প রাজ্যবাসী। তবে এরই মাঝে " রাজ্যে করোনা সংক্রমনের হার কম" সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যেই রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২ লক্ষের গণ্ডি। এরই মাঝে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত ও সুস্থতার হারে রাজ্যের সার্বিক পরিসংখ্যান তুলে ধরে ব্যাখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন,"এখনও পর্যন্ত রাজ্যে অ্যাকটিভ করোনা আক্রান্ত ২৩ হাজার ৬২৪। রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার ৮.২১ শতাংশ রাজ্যে করোনায় মৃত্যু হার ১.৯৪ শতাংশ। রাজ্যে সুস্থতার হার ৮৬.৪০ শতাংশ। আক্রান্তের সংখ্যা উদ্বেগজনক হলেও অ্যাকটিভ কেসেই পরিষ্কার যে বেশিরভাগ মানুষই সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাছাড়া ভারতে যেখানে করোনা আক্রান্তের হার ৮.৫২ শতাংশ, সেখানে বাংলায় হার ৮.২১ শতাংশ অর্থাৎ এক্ষেত্রেও সংক্রমণের হার রাজ্যে কম। একটা সময় যেখানে মৃত্যুর হার ৯ শতাংশেও বেশি হয়ে গিয়েছিল। সেটা এখন কমে ১.৯৪ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এটাও আমরা আরও কমিয়ে দেব। তবে, মনে রাখতে হবে এর মধ্যে কিন্তু ৮৬ শতাংশ মৃত্যুই কো-মর্বিডিটির কারণে। করোনা রুখতে আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে। রাস্তায় বেরোলেই পড়তে হবে মাস্ক। ভালো করে হাত ধুতে হবে স্যানিটাইজার দিয়ে"।

গরিব পরিবারের পড়ুয়াদের স্মার্ট ফোন দেওয়ার দাবি উঠল লোকসভায়

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা মহামারী জেরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে লেখাপড়া করার ঝুকি বেড়ে চলেছে। ফলে অনলাইন শিক্ষাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। দেশের প্রতিটা পড়ুয়া যাতে অনলাইন শিক্ষার সুবিধা পায় সেদিকে নজর রেখে বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় গ্রামাঞ্চল এবং অন্যান্য এলাকায় বসবাসকারী গরিব পড়ুয়াদেরকে স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেট সরবরাহ করার দাবি উঠল।

এদিন লোকসভায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আপনা দল (এস)-এর সভানেত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল জানিয়েছেন, বহু প্রচেষ্টার পরেও গ্রামাঞ্চল এবং অন্যান্য এলাকার গরিব পড়ুয়ারা ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন, টিভি, রেডিওর সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এর জেরে অনলাইন শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তারা পাচ্ছে না। ইউনেস্কোর রিপোর্ট তুলে ধরে অনুপ্রিয়া প্যাটেল জানিয়েছেন, করোনার জেরে বিশ্বের ১৫১ টি দেশে স্কুলপড়ুয়াদের পঠন-পাঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই তালিকায় ভারতও রয়েছে। স্কুল বন্ধ থাকার কারণে বাড়িতে অনলাইনে বসে পঠন-পাঠন চলছে। দেশের সমৃদ্ধশালী পরিবারগুলির পড়ুয়ারা স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, টিভি, রেডিও, ট্যাবলেট সহ দ্রুতগতির ইন্টারনেট পরিষেবা পেয়ে অনলাইনে পঠন-পাঠন নিতে সক্ষম। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারগুলি এই সুবিধা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। এমনকি বহু পরিবারের কাছে বিদ্যুতের পরিষেবাটুকুও নেই। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ইন্টারনেট পরিষেবা গড়ে তুলতে সচেষ্ট। এর পেছনে বরাবর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। সময় চাহিদার মেনে গ্রামাঞ্চল সহ অন্যান্য জায়গায় বসবাসকারী গরিব পড়ুয়াদের অন্তত একটি স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদান করা জরুরী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের উপর হামলার নিন্দা ও ধিক্কার জনালেন সিপিআই(এমএল) রাজ্য সম্পাদক

আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। দৈনিক সংবাদপত্র, সংবাদ মাধ্যম, সাংবাদিক ও সংবাদ কর্মীদের উপর সম্প্রতি বেড়ে উঠা প্রতিটি হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। সংখ্যাগুরুবাদি একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন প্রবনতার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ চেয়েছেন সিপিআই(এমএল) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পার্থ কর্মকার।

সোমবার তিনি এক বিবৃতিতে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিভিন্ন ইস্যুতে। তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তা হুবহু তুলে ধরা হল এখানে। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, গত দু'মাসে কোভিড১৯ গণসংক্রমণ বৃদ্ধি ক্রমশ সরকারের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া, চলমান সার্বিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংকট, বিশেষত কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে চরম অচলাবস্থাকে কেন্দ্র করে মৃত্যুর মিছিল জনমনে গভীর উদ্বেগ ও আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে। কোভিড আক্রান্ত রোগীর এখনো পর্যন্ত ২০০ টির উপরে মৃত্যুর ঘটনা যা উত্তর পূর্বে ত্রিপুরা শীর্ষস্থান দখল করেছে। এমতাবস্থায় রাজ্যে প্রথম সারির দৈনিক সংবাদপত্র, গণ মাধ্যমগুলি দায়বদ্ধতার সাথে গত কিছুদিন ধরে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যর্থতার দিকগুলিকে সঠিকভাবে তুলে ধরে সংবাদ পরিবেশন করেছে। যা নিয়ে খুদ মুখ্যমন্ত্রী গত ১১ই সেপ্টেম্বর সাব্রুমে এক সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একাংশ সংবাদপত্রকে কার্যত দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। তিনি আঙুল উঁচুতে তুলে আরো বলেন যে, তিনি মুখে যা বলেন তা তিনি কাজে পরিণত করেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর সংবাদ মাধ্যমের সমস্ত স্তরের কর্মী ও গণতান্ত্রপ্রিয় মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই হুমকির প্রতিবাদে আমবাসায় স্যন্দন পত্রিকায় কর্মরত পরাশর বিশ্বাস নামে একজন সাংবাদিক বন্ধু পরদিন সামাজিক মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। আর মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে ঐদিন মধ্যরাতে শাসক দলীয় দুবৃত্ত বাহিনী ঐ সাংবাদিক বন্ধুকে লোহার রড ও ইট দিয়ে আক্রমণ করে। তিনি গুরুতরভাবে জখম ও রক্তাক্ত হয়ে এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। একইদিনে দক্ষিণ জেলার ঋষ্যমুখে অপর একজজন সংবাদ কর্মী আক্রান্ত হন। আরো কয়েকটি এমন হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা সিপিআই(এমএল), ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাই এবং দুখ: প্রকাশ করা সহ তাঁর এই অগণতান্ত্রিক বক্তব্য নি:শর্তে প্রত্যাহার করে নেওয়ার আবেদন জানাই। তাঁর এই বক্তব্যের কারণে সংগঠিত প্রত্যেকটি হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। সঠিক তদন্তক্রমে দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। তাছাড়া, মুখ্যমন্ত্রীর হুমকি কার্যে পরিণত করার জন্য গতকাল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক শাসক "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় গত ৩,৪ ও ১২ সেপ্টেম্বরের তিনটি প্রকাশিত খবর উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষকে ঐ খবরের তথ্যভিত্তিক প্রমাণ জমা করতে এক প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করেছেন। ঐ প্রশাসনিক নির্দেশনামাতে জাল ও ভিত্তিহীন খবরাখবর প্রকাশের দায়ে অভিযুক্ত সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন আইনে এক বছরের জেল ও জরিমানা করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। যা সংবিধান প্রদত্ত গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ সরকার তার কাজকর্মের সমস্ত ধরনের সমালোচনার দরজা বন্ধ করে দিতে চায়। তাই আমরা সরকারকে এই অগণতান্ত্রিক প্রশাসনিক নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আবেদন করছি। বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যে সংবাদ মাধ্যম ও গণতন্ত্র আক্রান্ত। মত প্রকাশর অধিকার ও নাগরিক অধিকার বিপন্ন। বিজেপি সংখ্যাগুরুবাদী একদলীয় মতবাদে বিশ্বাসী। সংখ্যাগুরুবাদ কোন আইনসভা, সংবিধান, গণতন্ত্রের ধার ধারে না।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একদলীয় শাসনের বুলডোজার চালাতে চায়। একের পর এক অধ্যাদেশ জারি করে শ্রম আইন বদল করছে, কৃষি - জল -জমি- জঙ্গল কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিচ্ছে, সরকারি শিল্প কারখানা বিক্রি করছে অবাধে। সংসদের ভিতরে বাইরে কোন আলোচনা ও সমালোচনার ধার ধারেনি। সংসদ, আইনসভা, বিচার ব্যবস্থা সবই এখন অবদমিত ও কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। অথচ গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে সমালোচনার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। তা নাহলে স্বৈরাচারী প্রবনতার প্রকাশ ঘটতে বাধ্য। কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিজেপি সরকারগুলি একদলীয় শাসনের নামে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে। নাসা, এসমা, ইউএপিএ সব কালো ও দানবীয় আইন জারি করে রেখেছে। এরই প্রতিফলন আমরা রাজ্যে সংবাদপত্র ও সংবাদ কর্মীদের উপর ক্রমবর্ধমান হামলার মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। দুজন সাংবাদিক হত্যার সিবিআই তদন্তের কাজ এখনো শেষ হয়নি। তাই এই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র, মতপ্রকশের অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার পুনরুদ্ধার করতে আসুন সবাই ঐক্যবদ্ধ হই, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

অনেকে বলছে করোনা নেই, পলিটিক্যাল মিটিং কর্ এরা ফেক নিউজ ছড়াচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর(হি স): করোনা আবহের মাঝেই রাজ্য রাজনীতি তুঙ্গে। "অনেকে বলছে করোনা নেই, পলিটিক্যাল মিটিং কর ফেক নিউজ ছড়াচ্ছে" সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন থেকে নাম না করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে খোঁচা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিছুদিন আগেই রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন, " করোনা বিদায় নিয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র বিজেপি নেতা-কর্মীদের রুখতেই লকডাউন করে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী"। এবার এদিন নাম না করে পাল্টা জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন

হার বেড়েছে

পাচের পাতার পর

ক্ষেত্রে আগস্ট মাসে পাইকারি মূল্য সূচক পূর্ববর্তী জুলাই মাসের সূচকের তুলনায় ৯১.৪ পয়েন্ট বেড়েছে। খনিজ তেলের দাম সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও কয়লা ও বিদ্যুতের মূল্য আগস্ট মাসে অপরিবর্তিত রয়েছে।

উৎপাদিত সামগ্রী : অগাস্ট মাসে উৎপাদিত সামগ্রীর পাইকারি মূল্য সূচক পূর্ববর্তী জুলাই মাসের তুলনায় ০.৮৯ শতাংশ বেড়ে ১১৯.৩ হয়েছে। মোট ২২টি উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্যে ১১টির ক্ষেত্রে সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য, জুলাই মাসে ১০টি ক্ষেত্রের পাইকারি সূচক হ্রাস পেয়েছে। তবে, মোটরগাড়ি, ট্রেলার ও সেমি-ট্রেলারের মূল্য গত জুলাই মাসের তুলনায় আগস্ট মাসে অপরিবর্তিত থেকেছে। খাদ্য সামগ্রীর সূচক : প্রাথমিক সামগ্রীর মধ্যে খাদ্য সামগ্রীর সূচক অগাস্ট মাসে পূর্ববর্তী জুলাই মাসের তুলনায় বেড়ে হয়েছে ১৫৩.৩। তবে, পাইকারি মূল্য সূচক-ভিত্তিক খাদ্য সামগ্রীর সূচক বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হারের উপর ভিত্তিতে পূর্ববর্তী জুলাই মাসের ৪.৩২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে অগাস্ট মাসে হয়েছে ৪.০৭ শতাংশ।জুন মাসের চূড়ান্ত সূচক : ২০১১-১২-কে ১০০ হিসাবে ভিত্তি করে সমস্ত ধরনের পণ্যে চূড়ান্ত মূল্য সূচক ও মুদ্রাস্ফীতির হার জুন মাসে সূচকের দিক থেকে দাঁড়িয়েছে ১১৯.৩ এবং পাইকারি মূল্য সূচক-ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে -১.৮১ শতাংশে।

দেওয়া প্রস্তাব

তিনের পাতার পর

প্রশ্নোত্তর পর্ব তুলে দিয়ে আদতে জনগণের স্বার্থ লংঘন করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বলেন ১৯৬২ সালের যুদ্ধের সময় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী চেয়ারম্যানকে জানিয়েছেন দুই একটি রাজনৈতিক দল ছাড়া বাকি সব ক"টি প্রশ্নোত্তর পর্ব তুলে দেওয়ার পক্ষে সায় দিয়েছে।

মোদির জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপির সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ৭০ তম জন্ম দিন। এই উপলক্ষ্যে বিজেপি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মোতাবেক ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেবা সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনুরূপ ভাবে এই সেবা সপ্তাহে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে প্রদেশ বিজেপি। সাতটি মোর্চায় বিভিন্ন কর্মসূচী প্রতিদিন সংগঠিত করা হবে। মহিলা মোর্চার উদ্যোগে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ৬০ টি মণ্ডলের ৭০ টি স্থানে স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত করা হবে। একই সঙ্গে এদিন মহিলা মোর্চার উদ্যোগে ৭০ টি স্থানে ৭০ টি করে প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গলার্থে প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হবে। ১৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুব মোর্চা ৭০ টি স্থানে ৭০ টি করে রক্তদান শিবির সংগঠিত করবে। কিষান মোর্চার উদ্যোগে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই রাজ্যের ৭০ টি স্থানে ৭০ জন কৃষকের মধ্যে কীট নাশক, সার , ওষুধ, বীজ সহ অন্যান্য সামগ্রী তুলে দিয়ে সহায়তা করবে। এস সি মোর্চা আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ৭০ টি স্থানে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী পালন করবে। এস টি মোর্চা এ ডি সি অন্তর্গত সমস্ত জায়গায় জনজাতি অংশের মানুশে কাছে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করবে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মাইনোরিটি মোর্চা বস্তী এলাকায় শিশুদের মধ্যে খাতা কলম বিতরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। ওবিসি মোর্চা উড্যোগ নিয়েছে রাজ্যের সমস্ত হাসপাতাল ও বৃদ্ধা শ্রম গুলিতে মাস্ক , স্যানিটাইজার ও ফল বিতরণ করার। আই টি সেল ৭০ টি স্থানে প্রচার ও স্লাইড শোর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা জন সমক্ষে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাছাড়াও রাজ্যের যাদের চশমার প্রয়োজন রয়েছে তাদের মধ্যে চশমা বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর দিব্যাংনদের মধ্যে চলন সামগ্রী বন্টন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর জন্ম দিনকে সামনে রেখে। সোমবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান বিজেপি-র প্রদেশ সহ- সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। সোমবার থেকে এই কর্মসূচী শুরু হয়ে গেছে। যুব মোর্চার উদ্যোগে স্বাবলম্বন কমপ্লেক্সে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর মহিলা মোর্চার উদ্যোগে চন্দ্রপুর আই এস বি টি-তে স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত করা হবে। ১৬ সেপ্টেম্বর কিষান মোর্চার উদ্যোগে কমলাসাগর বিধানসভায় কৃষি সামগ্রী বিতরণ করা হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর এস সি মোর্চার উদ্যোগে খয়েরপুরে হবে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী। ১৮ সেপ্টেম্বর গোলাঘাটি বিধানসভার গাবর্দীতে হবে ত্রান বন্টন কর্মসূচী। কোভীড পরিস্থিতিতে যারা উপার্জনশীল ব্যক্তি রয়েছে তারা যদি করোনা আক্রান্ত হয় তাহলে সেই পরিবারকে সরকারী ভাবে ১৫০০ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের জন্য সেবা সপ্তাহে দুঃস্থ পরিবার গুলির পাশে থেকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান বিজেপি-র প্রদেশ সহ- সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এই ধরনের একাধিক কর্মসূচীর ঘোষণা দেন তিনি। ডাক্তার সেলের উদ্যোগে জিবির বাইরে একটি জায়গায় তারা সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত বসে সহায়তা করবেন। মঙ্গলবার থেকে এই সহায়তা কেন্দ্র চালু হবে বলে জানান তিনি। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি-র রাজ্য সাধারন সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, মাইনোরিটির মোর্চার প্রভারী জসিম উদ্দিন, মহিলা মোর্চার সদস্যা নীলিমা ঘোষ।

প্রতারক

● প্রথম পাতার পর

দেখা গেল অমিত দেববর্মা রক্ত দেয়নি। টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। এদিন তাকে হাতেনাতে ধরে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হয়। পড়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ডুষ্টদুষ্ট চক্রের বার বারন্তে ব্যহত হচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। নাজেহাল হচ্ছে রোগীর আত্মীয় পরিজন। বাড়ছে অবিশ্বাস।

আটক

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা থেকে তারা

গোহাটি যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল বলেও স্বীকার করেছে। সন্দেহভাজন এই নাবালক নাবালিকা কে আটক করে পুলিশ তাদের অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করে।তাদেরকে অভিভাবকের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানা সূত্রে জানা গেছে।উল্লেখ্য নাবালক নাবালিকা বিয়ে পুরোপুরি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে এই নাবালক নাবালিকা পালিয়ে এসে মন্দিরে বিয়ে হল সে নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।এ ধরনের বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকেও ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চাইল্ড লাইন এ ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।সংবাদ আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশও এক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নজির স্থাপন করেছে।

গুরুত্বারোপ

● প্রথম পাতার পর

করতে হয়। তাই সমালোচনায় ভয় না পেয়ে আমাদের সকলকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ডা. মানিক সাহা ও এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক ড. অলক ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক সুকান্ত ঘোষ ও তপন ভ-াচার্য। শিবিরে ২৬ জন রক্তদান করেন।

গতিবেগ বৃদ্ধি

● প্রথম পাতার পর

ব্যর্থতা হাস হয়েছে আর বেড়েছে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের গড় গতিবেগ ডিটেনশন ও গতিবেগ বিধিনিষেধ কম হওয়ার ফলে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পণ্যবাহী ট্রেনের গড় গতিবেগ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে। পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের মাসিক গতিবেগের গড় ১৩.০৯.২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে ২৭.২১ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা থেকে ৪৭.৮৩ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গত বছরের এই সময়কালের তুলনায়, ইহা ৭৫ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি। ১৩.০৯.২০২০-তে পণ্যবাহী ট্রেনের গড় গতিবেগ ছিল ৪৫.৩৭ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা আর ১৩.০৯.২০১৯-এ ছিল ২৭.৪৭ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। যার অর্থ ৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি।পণ্যবাহী ট্রেনের গড় গতিবেগ বৃদ্ধির ফলে ওয়াগনের ফিরে যাওয়ার সময় হাস হয়, এর ফলে রেলওয়ে ওয়াগনের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে যা ভারতের বর্তমান কৌভিড-১৯ পরিস্থিতিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি অংশে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন। এক জায়গায় পণ্যবাহী ট্রেনের আটকে থাকা সময় হ্রাস পেয়েছে এবং রেল চলাচল সম্পকীয়ি সম্পদ ব্যর্থতার ফলে গতিবেগের যে বিধিনিষেধ আসে, তা হাস পাওয়ার ফলেই গড় গতিবেগ বৃদ্ধি হয়েছে, এইসঙ্গে জ্বালানি ব্যবহার কমেছে বলে শক্তি সংরক্ষণেও এটি অবদান জোগায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই অতিমারি পর্বে ১৩ ই সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত নিজের সীমার মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৪০০০-এরও বেশি পণ্যবাহী এবং ১০০০-এরও বেশি পার্সেল ট্রেন পরিচালনা করেছে, যা নিশ্চিত করে যে এর আওতায় অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্যের কোনো অভাব হয়নি।পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের গতি বৃদ্ধির এই বিষয়টি নিকট ভবিষ্যতে নিয়মিত সব যাত্রীবাহী ট্রেন চললেও যাতে বজায় রাখা যায় সেজন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আবশ্যক গপা গ্রহণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। শীঘ্রই নতুন শূন্য ভিত্তিক সময়সারণি প্রবর্তন করা হবে গোটা ভারতীয় রেলওয়েতে, সেখানেও পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকবে।

১৩ সদস্য

তিনের পাতার পর

পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও শহরের দক্ষিণ মৌয়ামারিতে ৩ জন এবং মহাকালপাড়ায় ১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। বাকিরা শহরের পার্শবর্তী এলাকার বাসিন্দা বলে খবর মিলেছে।

ময়নাগুড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ব্লকে এখন পর্যন্ত সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪৬। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ লাকি দেওয়ান জানান, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আক্রান্তদের হোম আইসোলেশন এবং সেফ হোমে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

কিছু লোক মুখ্যমন্ত্রীর মানসিকতার অপবেক্ষার চেষ্টা করছে ঃ রাজীব ভট্টাচার্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর।। মিডিয়া অর্থাৎ গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সরকারের প্রতিবিম্ব। সরকারের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ার অধিকার রয়েছে মিডিয়ার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব চাইছেন ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য একটা প্রগতিশীল রাজ্য হিসাবে গড়ে উঠুক। প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা বলেন প্রদেশ বিজেপির সহসভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

রাজীব ভট্টাচার্য্য আরও বলেন, সমগ্র বিশ্ব যেন ত্রিপুরাকে আলাদা করে চিনে তার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিনরাত এক করে কাজ করে যাচ্ছেন। মিডিয়াও যেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে যায় এবং বিকাশ করা যায় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। রাজ্যে নয়া সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাজ্যের দুইজন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছিল। তখন এই হত্যা কাণ্ডের তদন্ত সিবিআই-র হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যে নয়া সরকার প্রতিষ্ঠার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে দুই সাংবাদিকের হত্যা কাণ্ডের তদন্ত সিবিআই-র হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার পর সাংবাদিকদের পেনশন এক হাজার টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

শ্রীভট্টাচায্য বলেন, সাংবাদিকদের আবাসন তৈরির জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আগরতলা প্রেসক্লাবের উন্নতিকরণের জন্য বর্তমান সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সংবাদ মাধ্যম পরিচালনার জন্য যত সুবিধার প্রয়োজন তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিছু কিছু লোক মুখ্যমন্ত্রীর মানসিকতার অপবেক্ষা করার চেষ্টা করছে। ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বদা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে সম্মান জানিয়ে আসছে। আগামি দিনেও তা করা হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও সেই দৃষ্টিকান রেখে কাজ করছে। সোমবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা বলেন প্রদেশ বিজেপির সহসভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। সম্প্রতি একাংশ সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে যে গুঞ্জন চলছে, তারও পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে এই কথা বলেন প্রদেশ বিজেপির সহসভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

গর্ভবতী মহিলাদের এডস রোগ সম্বন্ধে সচেতন করতে অভিযান

বাঁকুড়া, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এডস রোগ সম্বন্ধে গর্ভবতী মহিলাদের সচেতন করতে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।সোমবার সকালে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জেলাজুড়ে অভিযান চালানোর জন্য তিনটি ভ্রাম্যমাণ গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। এইসব রোগ সম্বন্ধে সচেতনতামূলক পোস্টার লিফলেট সহ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অভিযান চালাবে ভ্রাম্যমাণ গাড়ি। আজ এই অভিযানের সূচনা করেন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ শ্যামল সরেন, ডেপুটি স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা:নিলয় চক্রবর্তী জোনাল লেপ্রোসি অফিসার স্বপন সরকার।

নেশা

● প্রথম পাতার পর

ইতিপূর্বেও সে ওই এলাকায় নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রি করেছে বলে খবর।পুনরায় ওই ব্যক্তি এ এলাকায় নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে গেলে স্থানীয় জনগণ তাকে আটক করে থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ ছুটে এসে হেরোইনসহ ওই ব্যক্তিকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

দিনদুপুরে

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশকে। পুলিশ ছুটে আসে। এ ব্যাপারে মামলা গৃহীত হয়েছে।তবে এখনো পর্যন্ত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।দিন-দুপুরে ধলেশ্বর তিন নম্বর ওয়ার্ড থেকে বাইক চুরির ঘটনায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সাংসদ

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা নিয়ে লোকসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনে ডিএমকে এবং সিপিআই (এম)।

অতিমারি পরিস্থিতিতে কর্তব্যের পথকেই বেছে নিয়েছেন সমস্ত সাংসদরা। সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে, সোমবার সকালে সংসদ পরিসরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কর্তব্যের পথ বেছে নেওয়ায় সমস্ত সাংসদদের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "একেবারে অন্যরকম সময় শুরু হচ্ছে সংসদের অধিবেশন। একদিকে করোনা এবং অপরদিকে কর্তব্য। কিন্তু, সাংসদরা কর্তব্যের পথ বেছে নিয়েছেন। আমি তাঁদের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। এবার দিনের পৃথক সময়ে বসবে রাজ্যসভা ও লোকসভার অধিবেশন। শনিবার এবং রবিবারও বসবে অধিবেশন। সমস্ত সাংসদরা তা মেনে নিয়েছেন।"

করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, আমরা চাইছি বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে দ্রুত তৈরি হোক করোনার ভ্যাকসিন, আমাদের বিজ্ঞানীরা সফল হন, যাতে প্রত্যেককে এই সমস্যা থেকে আমরা মুক্তি দিতে পারি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমার বিশ্বাস সংসদের সমস্ত সদস্যরা এমন বার্তা দেবেন, যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে দেশ সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় বাদল অধিবেশন চলবে ১ অক্টোবর পর্যন্ত। প্রথমার্ধে রাজ্যসভার অধিবেশন ৯টা থেকে ১টা, দ্বিতীয়ার্ধে লোকসভার অধিবেশন ৩টে থেকে ৭টা। সাংসদরা লোকসভার কক্ষে, গ্যালারিতে, রাজ্যসভার কক্ষে, রাজ্যসভার গ্যালারিতে বসবেন। অধিবেশন শুরুর আগে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান, লোকসভার স্পিকার, সাংসদ, কর্মী, সাংবাদিকদের কোভিড পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।

অনির্বচনীয় পরিস্থিতিতে সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্ব না রাখার যে প্রস্তাব সরকারপক্ষের তরফ থেকে পেশ করা হয়েছিল রাজ্যসভায় সেটি পাশ হয়ে গিয়েছে।বিরোধীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছে।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী সোমবার রাজ্যসভায় এই প্রস্তাবটি পেশ করেন। এই প্রস্তাবের বিপক্ষে সরব হন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও"ব্রায়েন, কংগ্রেস সংসদ গুলাম নবি আজাদ সহ অন্যান্য বিরোধীরা। প্রস্তাব পেশ এর সময় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী দাবি করেছিলেন করোনা পরিস্থিতির মত অনির্বচনীয় সময় নিরাপত্তার দিকটি মাথায় রেখেই প্রশ্নোত্তর পর্ব স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ডেরেক ও"ব্রায়েন বলেছেন, সংসদ বিষয়ক কার্যবিধির আত্মা হচ্ছে প্রশ্নোত্তর পর্ব। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা গোলাম নবি আজাদ জানিয়েছেন জনগণের অধিকার আছে সরকারের কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তর জানা। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণ সেই কাজটি করে থাকে। প্রশ্নোত্তর পর্ব তুলে দিয়ে আদতে জনগণের স্বার্থ লংঘন করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বলেন ১৯৬২ সালের যুদ্ধের সময় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী চেয়ারম্যানকে জানিয়েছেন দুই একটি রাজনৈতিক দল ছাড়া বাকি সব ক"টি প্রশ্নোত্তর পর্ব তুলে দেওয়ার পক্ষে সায় দিয়েছে।

অধীর চৌধুরী

আটের পাতার পর

মিনিটের জন্য জিরো আওয়ার নিয়ে সহমত পোষণ করেছেন অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতারা। কক্ষের সমস্ত সদস্যের কাছে তাই অনুরোধ করছি সহযোগিতা করুন, যেহেতু বিশেষ পরিস্থিতিতে অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। আবার বিজেপি সাংসদ প্রহ্লাদ জোশি বলেন, এখন বিশেষ পরিস্থিতি। যখন এসেম্বলি একদিনের জন্যও বসতে নারাজ, সেই সময় আমরা-প্রায় ৮০০-৮৫০ জন সংসদে আছি। সরকারকে প্রশ্ন করার অনেক উপায় রয়েছে, সরকার আলোচনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না। আমরা আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।

াঙ্গন

ফাইনাল পাতানোর অভিযোগের তদন্তে শ্রীলঙ্কা সরকার

নয়াদিল্লি।। সাবেক ক্রীড়ামন্ত্রীর আনা অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা সরকার। ২০১১ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনাল পাতানো ছিল কী না, এ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে লঙ্কান ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।এক বিবৃতিতে শুক্রবার শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী দুলাস আলাহাপেরুমা জানান, দুই সপ্তাহ পরপর তদন্তের অগ্রগতির প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।নয় বছর আগে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শিরোপা লড়াইয়ে প্রথমে ব্যাট করে ২৭৪ রান করেছিল শ্রীলঙ্কা। ১০ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটের জয় তুলে নেয় ভারত। ঘরে তোলে বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় শিরোপা।এত দিন পর গত বৃহস্পতিবার সেই ম্যাচ নিয়ে অভিযোগ তোলেন সাবেক ক্রীড়ামন্ত্রী মহিন্দানন্দ আলুথগামাগে। স্থানীয় একটি টিভি চ্যানেলে তিনি দাবি করেন, শ্রীলঙ্কার বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ও নাকি তাতে জড়িত ছিলেন।দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানান মাহেলা জয়াবর্ধনে ও দলকে সেই ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়া কুমার সাঙ্গাকারা। জয়াবর্ধনে প্রমাণ দিতে বলেন আলুথগামাগেকে। সাঙ্গাকারা উড়িয়ে দেন তার অভিযোগ।

ভারতের ''পেস প্যাকেজ'' ইতিহাস সেরা !

নয়াদিল্লি।। যুগ যুগ ধরে স্পিনারদের দেশ হয়ে থাকা ভারতে পেস বিপ্লব হয়ে গেছে গত কয়েক বছরে। তাদের বোলিং আক্রমণে এখন গতিময় ও স্কিলফুল দারুণ সব পেসার। এই আক্রমণের এক সেনানী মোহাম্মদ শামির মতে, গভীরতার দিক থেকে ভারতের এখনকার পেস আক্রমণ ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা।ইতিহাসের সেরা পেস আক্রমণের আলোচনায় একসময়কার ক্যারিবিয়ান পেস ব্যাটারি, ওয়াসিম আকরাম-ওয়াকার ইউনিসের পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়ার ডেনিস লিলি-জেফ টমসন বা ম্যাকগ্রা-লি-গিলেস্পি, এমন আরও কয়েকটি পেস আক্রমণের প্রসঙ্গ উঠে আসে বারবার। ভারতীয়দের নাম সেখানে খুব একটা আসে না।কিন্তু শামির বিশ্বাস, ভারতের এখনকার আক্রমণকে সেরা বলবে সবাই! ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোতে ভারতের সাবেক কিপার-ব্যাটসম্যান দীপ দাসগুপ্তর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শামি একটি দিক থেকে ক্রিকেট ইতিহাসেই সবার

ওপরে রাখলেন নিজেদের।'' আপনি ও বিশ্বের আর সবাই নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, আর কোনো দলেরই একসঙ্গে ৫ পেসারের প্যাকেজ ছিল না। শুধু এই সময়েই নয়, ক্রিকেটের ইতিহাসেই এটি হয়তো সেরা ফাস্ট বোলিং ইউনিট।''যে ৫ জনের আক্রমণের কথা বলছেন শামি, সেখানে তার নিজের সঙ্গে আছেন ইশান্ত শর্মা, জাসপ্রিত বুমরাহ, উমেশ যাদব ও ভুবনেশ্বর কুমার। উঠতি আরও বেশ কয়েকজন পেসার অবশ্য গত কিছুদিনে নজর কেড়েছেন। তবে এই ৫ জনই মূল পেস বোলিং গ্রুপের অংশ। ৫ জনেরই স্কিল দুর্দান্ত, শক্তির জায়গা আলাদা ও সবাই দারুণ কার্যকর।এমন একটি পেস আক্রমণে নতুন বল হাতে পেতে শীতল লড়াই চলার কথা নিজেদের মধ্যে। অধিনায়কের জন্যও এটি হয়ে ওঠার কথা মাথাব্যথার কারণ। তবে শামি জানালেন, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি পুরো উল্টো।'' বিরাট কোহলিকে ঘিরে ধরে আমরা বলি সিদ্ধান্ত নিতে। কিন্তু সে সাধারণত বলে, 'আমাকে এসবের মধ্যে জড়াবে না, তোমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নাও, আমার কোনো সমস্যা নেই।' আমাদের টিম মিটিংয়ে এ ধরণের মজাই হয়। বেশির ভাগ সময় আমিই অন্যদের বলি নতুন বলে বল করতে। খানিকটা পুরোনো বলে বল করতে আমার আপত্তি নেই।"

কথার ফাঁদে পড়তে চান না পুজারা

নয়াদিল্লি।। ২২ গজে চেতেশ্বর পুজারা প্রায়ই হয়ে ওঠেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। কখনও কখনও যেন ধ্যানমগ্ন কোনো ঋষি। প্রতিপক্ষের বোলিং বা কথার তির, কোনোকিছুই ভাঙাতে পারে না সেই ধ্যান। এই ভারতীয় ব্যাটসম্যান বলছেন, কথার ফাঁদে পা দিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চান না।ব্যাটসম্যানের মনোযোগে চিড় ধরাতে স্লেজিং নামক অস্ত্রের প্রয়োগ ক্রিকেটে হরহামেশাই হয়। একেকজনের ধরন বুঝে চলে এই অস্ত্রের ব্যবহার। পুজারার ক্ষেত্রে যেমন, প্রতিপক্ষ জানে যে তিনি উইকেটে থিতু হয়ে গেলে বড় ইনিংস প্রায় নিশ্চিত। তাই শুরুতেই তার দিকে ছুটে যায় কথার তোপ।পুজারা অবশ্য সেসবকে পাত্তা দেন সামান্যই। সনি টেন টিভিতে সাক্ষাৎকারে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের সাত নম্বর ব্যাটসম্যান জানালেন, নিজের মনোযোগের দুর্গে তিনি নিরাপদেই থাকেন।'' ইনিংসের শুরুতে প্রচুর স্লেজিংয়ের মুখোমুখি হতে হয়। থিতু হয়ে গেলে তারা (প্রতিপক্ষ) স্লেজিং নিয়ে আর

খুব ভাবে না, আউট করার চেষ্টায় মন দেয়। কিন্তু আউট করতে ব্যর্থ হয়ে যখন হতাশ হয়ে ওঠে, তখন আবার কথার অস্ত্র ব্যবহার শুরু হয়।'' এটি মূলত করা হয় ব্যাটসম্যানের মনোযোগ নাড়িয়ে দিতে। আমি সাধারণত পাল্টা জবাব দেই না। কখনও কখনও মনে হয় বটে, জবাব দেই। তবে নিজেকে সামলে চেষ্টা করি মনোযোগী ও ধীরস্থির থাকতে, কারণ নিজের কাজটা আমি জানি। তারা স্লেজিং করে মনোযোগে চিড় ধরাতে। পাল্টা জবাব দিতে গেলে তাদের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলতে পারি। আমি তাই চেষ্টা করি নিজের জোনে থাকতে।''উইকেটে যাওয়ার পর নিজের সেই 'জোন'-এ ঢোকার বা থাকার চেষ্টা করে সব ব্যাটসম্যানই। পুজারা কিভাবে খুঁজে পান সেই পথ? টেস্টে ১৮ সেঞ্চুরি ও প্রায় ৬ হাজার রান করা ব্যাটসম্যান জানালেন, একটি-দুটি শটেও মিলতে পারে পথের দেখা।'' অনেক সময়ই এমন হয়েছে, একটি ব্যাক ফুট পাঞ্চ বা একটি কাভার ড্রাইভেই হয়ে গেছে। সত্যি বলতে, ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায় মূলত ডিফেন্স খেলে। ডিফেন্স করার সময় বল যদি মাঝব্যাটে লাগে, তাহলে অনেক আত্মবিশ্বাস পাওয়া যায়।"

৩২৯ দিন পর ফিরে ২৯ সেকেন্ডে গোল

মাদ্রিদ।। স্বপ্নের মতো প্রত্যাবর্তন বুঝি একেই বলে। মারাত্মক এক চোটে মৌসুমে খেলার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না মার্কো আসেনসিওর। অপ্রত্যাশিত বিরতির সময়ে সেরে উঠলেন। ৩২৯ দিন পর নামলেন মাঠে। বদলি হিসেবে নেমে প্রথম স্পর্শেই পেলেন জালের দেখা, সময় লাগল কেবল ২৯ সেকেন্ড! এমন ফেরায় স্বাভাবিকভাবেই দারুণ খুশি রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড।আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার রাতে লা লিগার ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধের নজরকাড়া ফুটবলে ভালেন্সিয়াকে ৩-০ গোলে হারায় রিয়াল। দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন আসেনসিও। অন্য দুই গোল আরেক ফরোয়ার্ড করিম বেনজেমার।৭৪তম মিনিটে ফেদে ভালভেরদেকে তুলে আসেনসিওকে নামান কোচ জিনেদিন জিদান। মাঠে নামার আধা মিনিট না যেতেই গোল। ভালেন্সিয়ার রক্ষণ একটি কর্নার ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে বল ধরে ডি-বক্সে ঢুকে অরক্ষিত আসেনসিওকে বাড়ান ফেরলঁদ মঁদি। দুর্দান্ত কোনাকুনি ভলিতে ঠিকানা খুঁজে নেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড।গত বছরের জুলাইয়ে আর্সেনালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট পেয়ে লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে পড়েন আসেনসিও। ২০১৯-২০ মৌসুমে আর মাঠে নামতে পারবেন না বলেই ধারণা করা হয়েছিল। তবে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বদলে গেছে পরিস্থিতি, যা শাপেবর হয়েছে আসেনসিওর জন্য। এই মৌসুমেই আবার মাঠে নেমে লিখলেন প্রত্যাবর্তনের দারুণ এক গল্প।ছবি: রিয়াল মাদ্রিদছবি: রিয়াল মাদ্রিদনিজের প্রতিটি অভিষেকই রাঙিয়েছেন আসেনসিও। স্প্যানিশ সুপার কাপ, লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, কোপা দেল রে-সবগুলো প্রতিযোগিতাতেই নিজের প্রথম ম্যাচে গোল পেয়েছেন। ভালেন্সিয়া ম্যাচটি যদিও অভিষেক ছিল না। তবে করোনাভাইরাস বিরতির পর দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে তার প্রথম ম্যাচ। গোল পেলেন সেখানেও।মৌসুমের শুরু থেকে গোলের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে রিয়ালকে। আসেনসিওকে কোচ দেখেছেন সমস্যার সমাধান হিসেবে। ভালেন্সিয়া ম্যাচটাই যেমন। প্রথমার্ধে রিয়ালের নয় শটের আটটি ছিল লক্ষ্যে। এর কোনোটি জাল খুঁজে পায়নি। আসেনসিওর গোল করতে লাগল কেবল একটি শট। এই গোলে ম্যাচে রিয়ালের নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় হয়।এদেন আজার, বেনজেমা, আসেনসিও-এই তিন জনকে নিয়ে আক্রমণভাগ সাজানোর ছক এঁকেছিলেন কোচ। কিন্তু আসেনসিওর মতো আজারও চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন অনেকটা সময়। বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড ফেরার পর প্রথম দুই ম্যাচে আলো ছড়িয়েছেন। মৌসুমের শিরোপা লড়াই যখন জমে উঠেছে, গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে দুজনের ফেরা রিয়ালকে নিশ্চিতভাবে আরও উজ্জীবিত করে তুলবে।ফেরার ম্যাচে আসেনসিও শুধু গোল করেননি, করিয়েছেনও। তার পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন বেনজেমা। ফেরার ম্যাচ রাঙাতে পেরে উচ্ছ্বসিত আসেনসিও মুভিস্টারকে জানান প্রতিক্রিয়া।"খুব করে ফিরতে চেয়েছিলাম, অনেক মাস কঠোর পরিশ্রম করেছি। আবার খেলতে পেরে, গোল করে ও জিততে পেরে আমি খুব খুশি।""এর পেছনে আছে অনেক পরিশ্রম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আমি ভালো বোধ করছি। আমরা জিতেছি, বাকি সময়টার জন্য আমি প্রস্তুত।"

সেরি আ:প্রমাণের নতুন সুযোগ রোনালদো-দিবালাদের

মাদ্রিদ।। এরই মধ্যে ফুটবল ফিরেছে ইতালিতে। ইউভেন্তুসকে কাঁদিয়ে ইতালিয়ান কাপের শিরোপায় চুমু এঁকেছে নাপোলি। স্থগিত থাকা দেশটির শীর্ষ লিগ সেরি আ পুনরায় শুরু হতে যাচ্ছে ২০ জুন। 'নতুন চ্যালেঞ্জ' শুরু হচ্ছে ইউভেন্তুস এবং ইদানিং কোচ ও সমালোচকদের তোপের মুখে থাকা ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, পাওলো দিবালাদের।গত মার্চ থেকে স্থগিত থাকা দেশটির ফুটবল গত ১৩ জুন মাঠে ফেরে ইউভেন্তুস-এসি মিলানের মধ্যকার ইতালিয়ান কাপের সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগ দিয়ে। অ্যাওয়ে গোলের সুবাদে সে যাত্রা উৎরে গেলেও ফাইনালে আর পথ পায়নি ইউভেন্তুস। গত বুধবার শিরোপা লড়াইয়ে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে তাদের হারিয়ে দেয় নাপোলি।এবার সেরি আ যাত্রা। তোরিনো-পার্মা ম্যাচ দিয়ে 'নতুন' শুরু হবে প্রতিযোগিতাটির। শিরোপাধারী ইউভেন্তুস এই পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে স্পালের মাঠে যাবে ২২ জুন।সবার পরে ফিরছে সেরি আ

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে লিগের বাকি খেলা বাতিল করে দিয়ে পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছিল লিগ ওয়ান কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালেও মাঠে আর ফেরেনি প্রতিযোগিতাটি, চ্যাম্পিয়নের মুকুট টিকে থাকে পিএসজির।গত ১৬ মে মাঠে ফেরে জার্মান বুন্ডেসলিগা। ১১ জুন স্পেনের লা লিগা এবং ১৭ জুন পুনরায় শুরু হয় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। লিগ বাতিলের দাবি, অনবনম না থাকা-এমন অনেক ইস্যু নিয়ে ঢের তর্ক-বিতর্কের পর ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে সেরি আ ফিরছে সবার পরে। আর সব লিগের মতো ইতালির শীর্ষ প্রতিযোগিতাটিও থাকবে নানা বিধি-নিষেধের ঘেরাটোপে।ইউভেন্তুসের ঘাড়ে শ্বাস ফেলছে লাৎসিওবুন্ডেসলিয়ায় বায়ার্ন মিউনিখ, লিগ ওয়ানে পিএসজি শিরোপা উৎসব সেরে নিয়েছে। প্রিমিয়ার লিগ শিরোপার চৌকাঠে এক পা দিয়ে রেখেছে লিভারপুল। সেরা হওয়ার লড়াইটা চলছে স্পেনের লা লিগায় ও ইতালির সেরি আয়।স্পেনে বার্সেলোনার ঘাড়ে শ্বাস ফেলছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ। সেরি আয় ইউভেন্তুসকে চাপে রেখেছে লাৎসিও। ২৬ ম্যাচে ২০ জয় ও তিন ড্রয়ে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে সাররির দল। মাত্র ১ পয়েন্ট কম নিয়ে পরের স্থানটিতে লাৎসিও। শীর্ষ দুই দলের বাকি আছে ১২টি করে ম্যাচ।আগামী ২০ জুলাই মুখোমুখি হবে দল দুটি। প্রথম দেখায় পিছিয়ে পড়ার পরও ৩-১ গোলে জিতেছিল লাৎসিও। মৌসুমে সেটাই ছিল ইউভেন্তুসের প্রথম হার। পরে ইতালিয়ার সুপার কাপের ফাইনালেও লাৎসিও জেতে ৩-১ গোলে।গত সেপ্টেম্বর থেকে লিগে অপরাজিত রয়েছে লাৎসিও। জিতেছে সব শেষ ১৮ ম্যাচের ১৬টিতে। লিগ স্থগিত হওয়ার আগে নিজেদের শেষ ম্যাচে ইন্টার মিলানকে ২-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখে ইউভেন্তুস। দলটির মৌসুম কাটছে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। বছরের শুরুতে এক পর্যায়ে লিগে পাঁচ ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছিল তারা। ২৫ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে ইন্টার আছে তৃতীয় স্থানে। সেরা ছয়ে থাকা বাকি তিন দল আতালান্তা (৪৮), রোমা (৪৫) ও নাপোলি (৩৯)।ইম্মোবিলের পেছনে রোনালদো লিগ টেবিলে ইউভেন্তুস-লাৎসিও জমজমাট লড়াই চললেও গোলের পাতায় দুই দলের দুই ফরোয়ার্ডের লড়াইটা অনেকটা একতরফা। ২৬ ম্যাচে ২৭ গোল নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন লাৎসিওর ফরোয়ার্ড চিরো ইম্মোবিলে। ২২ ম্যাচে ২১ গোল নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ইউভেন্তুসের পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড রোনালদো।গোলদাতার তালিকার সেরা পাঁচে থাকা বাকি তিন জন ইন্টার মিলানের রোমেলু লুকাকু (১৭টি), কাইয়ারির জোয়াও পেদ্রো (১৬টি) ও আতালান্তার জসিপ লিচিচ (১৫টি)। অ্যাসিস্টের তালিকায় ১২টি অ্যাসিস্ট নিয়ে শীর্ষে লাৎসিওর লুইস আলবের্তো।প্রমাণের নতুন সুযোগ রোনালদো -দিবালারইদানিং সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না রোনালদোর। ইতালিয়ান কাপে এসি মিলানের বিপক্ষে স্পট কিকে লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফাইনালে নাপোলির বিপক্ষে নষ্ট করেছেন সুযোগ। এই ম্যাচের পরই কোচ সাররির সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে দলের সেরা ফরোয়ার্ডকে। ৩৫ বছর বয়সী রোনালদোর ফিটনেস নিয়ে বলছেন অনেক বাঁকা কথা।ইউভেন্তুসের আরেক ফরোয়ার্ড পাওলো দিবালাও আছেন নিজের ছায়া হয়ে। আর্জেন্টিনার এই ফরোয়ার্ড ২৪ ম্যাচে ৭ গোল নিয়ে যৌথভাবে আছেন ২০তম স্থানে! দলটির আরেক আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড গনসালো হিগুয়াইনের অবস্থা আরও খারাপ; ২৩ ম্যাচ মাত্র ৫ গোল তার। নিজেদের মেলে ধরার তাগিদ তিন জনের সামনেই।

টটেনহ্যাম-ম্যানইউ পয়েন্ট ভাগাভাগি

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে 'নতুন শুরু' রাঙানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল টটেনহ্যাম হটস্পার। কিন্তু শেষ দিকের পেনাল্টি গোলে স্বস্তির ড্র নিয়ে প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে ফিরেছে ইউনাইটেড।পুনরায় শুরু হওয়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুই দলই নেমেছিল নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে।টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে শুক্রবার ম্যাচটি ১-১ সমতায় শেষ হয়।সব প্রতিযোগিতা মিলে এই নিয়ে টানা ১২ ম্যাচ অপরাজিত রইলো ইউনাইটেড। গত ডিসেম্বরে লিগে প্রথম দেখায় মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের জোড়া গোলে টটেনহ্যামকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের দলটি।ত্রয়োদশ মিনিটে সন-হিয়ুং মিনের ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া শট ঠেকিয়ে দেন ইউনাইটেড গোলরক্ষক দাভিদ দে হেয়া। ১০ম মিনিট পর র‍্যাশফোর্ডের শট ফেরান স্পার্স গোলরক্ষক উগো লরিস।স্টেভেন বেরহুইয়ানের একক প্রচেষ্টার দারুণ গোলে ২৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় সব প্রতিযোগিতা মিলে আগের ছয় ম্যাচে জয়শূন্য টটেনহ্যাম। সতীর্থের বাড়ানো বল ধরে গতিতে ইউনাইটেডের ডিফেন্ডারদের ছিটকে দিয়ে জোরালো শটে জাল খুঁজে নেন ২২ বছর বয়সী এই ডাচ ফরোয়ার্ড।একটু পর ডান দিক থেকে বেরহুইয়ানের ক্রসে সনের হেড দে হেয়া কোনোমতে কর্নারের বিনিময়ে ফেরালে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়নি।৬৩তম মিনিটে ফ্রেদকে তুলে নিয়ে পল পগবাকে নামান ইউনাইটেড কোচ উলে গুনার সুলশার। সমতায় ফিরতে মরিয়া দলটির আক্রমণের ধারও বাড়ে। তাদের ভালো একটি সুযোগ নষ্ট হয় ৬৬তম মিনিটে; অঁতনি মার্সিয়ালের শট ফিস্ট করে কর্নারের বিনিময়ে ফেরান লরিস।নির্ধারিত সময়ের নয় মিনিট বাকি থাকতে ব্রুনো ফের্নান্দেসের সফল স্পট কিকে স্বস্তি ফেরে ইউনাইটেডের তাঁবুতে। ডি-বক্সে পগবাকে এরিক দিয়ের ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি।ম্যাচের শেষ দিকে এরিক ডায়ারের হালকা ছোঁয়ায় ব্রুনো ফের্নান্দেস পড়ে গেলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। জয় ছিনিয়ে নেওয়ার আশা জাগে ইউনাইটেডের। তবে ভিএআরের সাহায্যে সিদ্ধান্ত বদলান রেফারি।৩০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে ইউনাইটেড। ৪২ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে আছে জোসে মরিনিয়োর টটেনহ্যাম।২৯ ম্যাচে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৬০। লেস্টার সিটি (৫৩), চেলসি (৪৮) যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে।শুক্রবার অন্য ম্যাচে নরিচ সিটির মাঠে ৩-০ গোলে জিতে সাউথ্যাম্পটন।করোনাভাইরাসের কারণে স্থগিত থাকা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ গত ১৭ জুন পুনরায় শুরু হয়।

বার্সা নয়, নিজেদের নিয়ে ভাবছেন রিয়াল কোচ

মাদ্রিদ।। লা লিগা জিততে রিয়াল মাদ্রিদের বাকি সব ম্যাচ জিতলেই হবে না, প্রার্থনা করতে হবে বার্সেলোনার পরাজয়ের। তবে প্রতিপক্ষকে নিয়ে না ভেবে কেবল নিজেদের নিয়ে ভাবছে মাদ্রিদের দলটি, জানালেন কোচ জিনেদিন জিদান।আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার রাতে দ্বিতীয়ার্ধের নজরকাড়া ফুটবলে ভালেন্সিয়াকে ৩-০ গোলে হারায় রিয়াল। জোড়া গোল করেন করিম বেনজেমা। অন্য গোলটি চোট কাটিয়ে ফেরা মার্কো আসেনসিওর। ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে শিষ্যদের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ফরাসি কিংবদন্তি।এই জয়ে বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান ফের ২ পয়েন্টে নামিয়ে এনেছে রিয়াল। গত মঙ্গলবার লেগানেসকে ২-০ গোলে হারানো বার্সেলোনা ২৯ ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে। দুইয়ে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ৬২। জিদান মনে করেন, পয়েন্টের এই 'খেলা' লিগের শেষ পর্যন্ত চলবে।"আমরা জানি, শেষ পর্যন্ত এমনই চলবে। তবে আজ যেমন খেলেছি, তাতে আমরা খুশি হতে পারি। মাঠে খেলোয়াড়রা লড়াই করছে; আমাদের উপভোগ করতে হবে, তাদের অভিনন্দন জানাতে হবে। কারণ পরিপূর্ণ একটি ম্যাচ খেলেছি আমরা। এরপর রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে পরের ম্যাচ নিয়ে ভাবতে হবে।"

Tripura Urban Planning and Development Authority (TUDA) Agartala, Tripura- 799001

Ref DN1-e-RFP No. 08/ TUDA/ Five Star Hotel/PPP/2020-21 dated 11-09-2020

Tripura Urban Planning and Development Authority, Agartala invites e-Request for Proposal (e-RFP) for Development of 5 Star Hotel Cum Shopping Mart on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Basis under Public Private Partnership (PPP) at Salbagan, Agartala, Tripura. Interested bidders may participate through online e-tender portal https: / / tri_puratenders.gov.in. Last date for submission of RFP : 12-10-2020(upto 1500hrs) .

ICA/C-1609/2020-21

Sd/-
Commissioner (TUDA)

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-XVIWEE/ RD/STB/2020-21, Dated-0710912020

On behalf of the 'Governor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form no-7 up to 3.00 P.M. on 25/09/2020 for 04 (Four) no construction works at various location under the jurisdiction of RD Santirbazar Division. For details visit website https://tripuratenders.govin and contact at M-8787450017 I 7005841976. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1604/2020-21

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

তেলিয়ামুড়ায় জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ সেপ্টেম্বর।। খোয়াই জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় বি আর সি হলে আজ সকাল ১১ ঘটিকায় জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি ২০২০ নিয়ে একটি সেমিনারের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মাননীয় মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, খোয়াই জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক সমরেন্দ্র নাথ দাস সহ আরো অনেকে। এদিন খোয়াই জেলার সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, পিজিটি শিক্ষক এবং ৯ জন আইএসঅফিসারদের নিয়ে এক দিবসীয় সেমিনারের আয়োজন করে হয়। সেমিনারে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত কিছু তুলে ধরেন বক্তারা।

তেলিয়ামুড়ায় আইপিএফটি'র পার্টি অফিসের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ সেপ্টেম্বর।। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ের ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে সরকারের দুই শরিকি দলের মধ্যেও রাজনৈতিক পাদ ক্রমশই চড়তে শুরু করেছে। এডিসি ভিলেজগুলিতে দলবদলের খেলাও সর্দুকরকরী এডিসি ভিলেজের অধীন রাঙ্খলপাড়া বাজারে অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন বিকালে পার্টি অফিস উদ্বোধন করেন আইপিএফটি দলের সুপ্রিমো এনসি দেববর্মা। সঙ্গে ছিলেন আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির এজিএস মঙ্গল দেববর্মা ও তেলিয়ামুড়া ডিভিশনাল কমিটির সম্পাদক সুনীল দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে তেলিয়ামুড়ায় মৃত আরও ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ সেপ্টেম্বর।। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক মৃৎশিল্পীর। মৃত ব্যক্তির নাম বিপুল রুদ্রপাল (৪৮)। ঘটনা তেলিয়ামুড়াতে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের দুই নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিপুল রুদ্রপাল। তিনি পেশায় মৃৎশিল্পী ছিলেন। বিপুল রুদ্রপাল গত কয়েকদিন ধরে সর্দি কাশি জ্বরে ভোগছিলেন। পরে গত রবিবার রাতে বাড়ির লোকজনরা বিপুল রুদ্রপালকে নিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেই বিপুলের এন্টিজেন টেস্ট করানোর পর রিপোর্ট আসে তিনি করোনা পজেটিভ। সোমবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে হাসপাতালে যান তেলিয়ামুড়া পুরপিতা নীতিন কুমার সাহা। তিনি তড়িঘড়ি শববাহি গাড়ি করে মৃতদেহটি আগরতাল বটতলা মহাশশ্মানে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তবে তেলিয়ামুড়াতে এখনো পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল চার জনের।

সামনেই কালি পূজা। তাই মূর্তি পাড়ায় চলছে ব্যস্ততা। ছবি-নিজস্ব।

মাস্ক বিরোধী অভিযানে নামেন শান্তির বাজারথানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ সেপ্টেম্বর।। দিনের পর দিন করোনা ভাইরাসের প্রভাব ব্যাপকহারে বেরে চলছে। এরইমধ্যে শান্তির বাজারের অধিকাংশ লোকজন সতর্কতা অবলম্বন করে চলছেনা। শান্তির বাজারের অধিকাংশ ব্যাবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারন লোকজনেরা সরকারী নির্দেশিকাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে চলছে। শান্তির বাজারে এমন চিত্র দেখে আজ রাত্রিবেলায় মাস্ক বিরোধী অভিযানে নামেন শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। আজকের এই অভিযানে শান্তিরবাজারের অধিকাংশ ব্যাবসায়ীদের জরিমানা করা হয়। আজকের এই ঝটিকা অভিযানের কথা বাজারে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ লোকজন জরিমানা থেকে বাচার জন্য মাস্ক পরিধান করেনে। পরবর্তী সময় পুলিশ চলে যাবার পর পুনরায় মাস্ক খুলেই চলাফেরা করছেন। আজকের এই অভিযান সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান আজকে মোট ৮ জনকে ১৮০০ টাকা ফাইন করা হয়েছে। তিনি জানান আগামীদিনেও এইধরনের অভিযান জারী থাকবে। এখন দেখার বিষয় এই অভিযানের পর ব্যাবসায়ী মহল থেকে সাধারন লোকজন কতটুকু সচেতন হন।

উত্তর মুহুরীপুর থেকে রতনপুর যাতায়তের পথে নির্মিত ঝুলন্ত ব্রীজ মরনফাঁদে পরিনত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ সেপ্টেম্বর।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত উত্তর মুহুরীপুর এলাকা থেকে রতনপুর যাতায়তের সুবিধার্থে একটি ঝুলন্ত ব্রীজ স্থাপন করাহয়েছে। এইব্রীজটি শুরুতে সঠিকভাবে লোকজন চলাচল করলেও বর্তমানে এইব্রীজটি মরনফাঁদে পরিনতহয়েরয়েছে। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথাবলে জানাযায় দীর্ঘ ৪ বছর যাবৎ এই ব্রীজটি ভগ্ন দশায় পরিনত হয়েরয়েছে। এই ভগ্নদশা অবস্থা থাকা ব্রীজ দিয়ে লোকজন প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকিনিয়ে নদী পারাপার হচ্ছে। যে কোনোসময় হতেপারে বড় সড় দুর্ঘটনা। এলাকাবাসী জানায় এই ব্রীজটি মুহুরী নদীর উপর অবস্থিত। বর্ষাকালে নদীর জলস্তর বৃদ্ধীপেলে ব্রীজের কাছ জল এসে পৌঁছায়। এতেকরে লোকজন যাতায়তের বিশেষ অসুবিধার সন্মুখীন হতেহয়। এছাড়াও এই ব্রীজে প্রতিনিয়ত ছোট বড় দুর্ঘটার স্বীকার হচ্ছে পথচারীরা। এলাকার লোকজনে জানায় রতনপুর এলাকার প্রায় ৭০ পরিবারের লোকজন যাতায়তেরজন্য এই ব্রীজের উপর নির্ভরশীল অপরদিকে উত্তর মুহুরীপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অধিনেথাকা সকল লোকজনেরা যাতায়তের জন্য এই ব্রীজটি ব্যাবহার করতেহয়। তাই এলাকাবাসীর দাবী সকলের যাতায়তের সুবিধার্থে এই ব্রীজটি দ্রুত মেরামত করাহোক।

মঙ্গলবার বিহারে শহরাঞ্চলীয় ৭টি প্রকল্পের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার বিহারে শহরাঞ্চলীয় পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত ৭টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। উদ্বোধন হবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে।

এই ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি জল সরবরাহ, ২টি নিকাশী ব্যবস্থা এবং ১টি নদীর পাড়ের সৌন্দর্যায়ন সম্পর্কিত। প্রকল্প ৭টির রূপায়ণে খরচ ধরা হয়েছে ৫৪১ কোটি টাকা। বিহার সরকারের নগরোন্নয়ন ও আবাসন দফতরের অধীন বিইউআইডিসিও এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

এক নজরে প্রকল্পগুলি পাটনা পুর নিগমের বেউর ও কারমালিচক এলাকায় গড়ে ওঠা নিকাশী ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ২টির সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। নমামী গঙ্গে কর্মসূচির আওতায় এই নিকাশী ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ২টি গড়ে তোলা হয়েছে।

সিওয়ান পুর নিগম এবং ছাপড়া পুর নিগম এলাকায় অম্রুত মিশনের আওতায় নির্মিত জল সরবরাহ প্রকল্প দুটির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্প দুটি চালু হলে স্থানীয় এলাকার মানুষ দৈনিক ২৪ ঘন্টাই বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা পাবেন।

অম্রুত মিশনের আওতায় মুঙ্গের জল সরবরাহ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে মুঙ্গের পুর এলাকার বাসিন্দারা পাইপলাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ জলের সুযোগ পাবেন। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী জামালপুর পুর এলাকায় অম্রুত মিশনের আওতায় জামালপুর জল সরবরাহ কর্মসূচির শিলান্যাস করবেন।

নমামি গঙ্গে কর্মসূচির আওতায় মুজফফরপুরে নদীপাড়ের সৌন্দর্যায়ন কর্মসূচির সূচনা করবেন শ্রী মোদী। এই সৌন্দর্যায়ন কর্মসূচির মধ্যে মুজাফফরপুরের পূরবী আখাড়াঘাট, সীধিঘাট, চান্দওয়াড়া ঘাটের মানোন্নয়ন ও সংস্কার করা হবে। নদীপাড়ের সৌন্দর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে শৌচাগার, তথ্য সহায়তা কেন্দ্র, চেঞ্জিং রুম, সংযোগকারী পথ, ওয়াচ টাওয়ার মতো মৌলিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। ওই ঘাট তিনটির জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি, সংকেতবাহী দিক-নির্দেশ এবং পর্যাপ্ত আলোকিতকরণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। মুজফফরপুরে নদীপাড়ের সৌন্দর্যায়নের ফলে সেখানে পর্যটনের বিকাশ ঘটবে এবং অদূর ভবিষ্যতে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠবে।

সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে উত্তর চড়িলাম নেতাজি প্যাক্স এর পাঁচজনের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর নির্বাচিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ সেপ্টেম্বর।। সোমবার একপ্রকার বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন উত্তর চড়িলাম নেতাজি পেকস এর প্রার্থীরা। গত ২রা সেপ্টেম্বর ছিল উত্তর চড়িলাম নেতাজি পেকস এ নমিনেশন সাবমিট করার শেষ তারিখ। ৫ জন প্রার্থী নমিনেশন দাখিল করেছে। আর কেউ নমিনেশন সাবমিট করেনি। উত্তর চড়িলাম নেতাজি প্যাক এ ১০০০ সভ্য রয়েছে। এই ১০০০ জন সদস্য সদস্যদের মধ্যে থেকেই পাঁচজন নমিনেশন সাবমিট করেছে। স্বভাবতই এই পাঁচজনের জয়ী হলেন আজ ন সোমবার চড়িলাম নেতাজি প্যাক্স এর অফিসে পাঁচজন বোর্ড অফ ডাইরেক্টর নির্বাচিত করেন। উপস্থিত ছিলেন ইলেকশন অফিসার ধীমান শর্মা এবং উপদেষ্টা হিসাবে সান্তনা জমাতিয়া। এই পাঁচজনের মধ্যে একজন সভাপতি হবে একজন সহ-সভাপতি বাদ বাকি তিনজন সদস্য থাকবে। এই তিনজন সদস্যের মধ্যে ২ জন সদস্য মহিলা হতে হবে। নমিনেশন সাবমিট করেছে। পাঁচজনই শাসক দলের। অন্য কেউ নমিনেশন সাবমিট করেনি। চড়িলাম সমবায় পরিদর্শক ১৪ই সেপ্টেম্বর উত্তর চড়িলাম জনকল্যাণ প্যাকসে জেনারেল বডির মিটিংয়ে এ ৫ জনকে বিজয়ী ঘোষনা করা হয় সরকারি তরফে। ৫ জন বোর্ড অফ ডাইরেক্টর নির্বাচিত হন শ্যামল রায়, পূর্ণিমা দত্ত, করোনা বেগম, রঞ্জিত দাস এবং রতন রঞ্জন চৌধুরী ন চড়িলাম সমবায় পরিদর্শক অফিসের অধীনে ৬ টি প্যাকস এবং দুইটি লেমস রয়েছে। এরমধ্যে নির্বাচনের সময় হয়েছে উত্তর চড়িলাম নেতাজি প্যাকস এবং দক্ষিণ চড়িলাম জনকল্যাণ প্যাক্স। বিগত পাঁচ বছর পূর্বেও এই দুটি পেকস এর নির্বাচনকে ঘিরে চড়িলাম এ সাজু সাজু রব ছিল। এক কথায় বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী।

২৪ ঘন্টায় ৯.৭৮ লক্ষ, ভারতে ৫.৭২ কোটির ঊর্ধ্বে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে ফের অনেকটাই নিম্নমুখী করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯,৭৮,৫০০টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৫.৭২ কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ সেপ্টেম্বর (রবিবার) পর্যন্ত দেশে ৫,৭২,৩৯,৪২৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) ভারতে ৯,৭৮,৫০০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৫,৭২,৩৯,৪২৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ভারতে দৈনিক করোনা-পরীক্ষা যত বাড়ছে, ততই দ্রুত ধরা পড়ছে সংক্রমণ। এর আগে শনিবার সারাদিনে ভারতে ১০,৭১,৭০২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছিল।

প্রশ্নোত্তর পর্ব না-রেখে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করছে সরকার : অধীর চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নরেন্দ্র মোদীর সরকার কী সংসদে বিরোধীদের প্রশ্ন করার অধিকারই কেড়ে নিচ্ছে? কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে হাতিয়ার করে! সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই এই প্রশ্নে টানাপোড়েন শুরু হয়েছিল সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে। বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনও প্রশ্নোত্তর পর্ব না-থাকা নিয়ে সরকারকে আক্রমণ করল বিরোধীরা। সোমবার ক্ষোভের সুরে কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, প্রশ্নোত্তর পর্ব না-রেখে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করছে সরকার। অধীরের কথায়, ”প্রশ্নোত্তর পর্ব আসলে সোনালী পর্ব, কিন্তু আপনারা বলছেন বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব নয়।...প্রশ্নোত্তর পর্ব না-রেখে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।” কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, প্রশ্নোত্তর পর্ব না-থাকা এবং ৩০

ছয়ের পাতায় দেখুন

তিন মাসের মৃত্যুশয্যায় শিশুর পাশে দাঁড়ালেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ সেপ্টেম্বর।। তিন মাসের মৃত্যুশয্যায় শিশুর পাশে দাঁড়ালেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ জনগণ। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভার পাথারিয়া দার পঞ্চায়েতের আদর্শ কলোনি এলাকায়। গত কয়েকদিন পূর্বে আমরা সংবাদ পরিবেশন করেছিলাম বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর বিধানসভার পাথারিয়া দার পঞ্চায়েতের আদর্শ কলোনি এলাকার মরণ দেবনাথের তিন মাস ১০ দিনের শিশু টাকার অভাবে অপারেশন করতে পারছে না।

যদিও পূর্বে তার তিনটি অপারেশনে সাফল্য আসে অনেক কষ্ট করে দিনমজুর বাবা সেই অপারেশন গুলি করেছিলেন। বহিঃরাজ্যে এক বেসরকারি হাসপাতালে কিন্তু চতুর্থবারের অপারেশন না করাতে ছোট শিশুটির খাদ্যনালী দিয়ে খাদ্য প্রবেশ করছে না যার ফলে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। অবশেষে ছোট শিশু রোহিত দেবনাথ এর বাবা মরণ দেবনাথ এবং তার স্ত্রী গোটা রাজ্যের জনগণের কাছে হাতজোড় করে আবেদন করেন তার ছেলের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। কিন্তু ডাক্তার বলেছে অতি দ্রুত অপারেশন না করলে মৃত্যু হতে পারে কিন্তু অসহায় পিতার টাকার অভাবে সেই অপারেশন করা সম্ভব হচ্ছে না। অবশেষে খবরের পর তার পাশে দাঁড়ালেন অনেকেই যার মধ্যে আগরতলার একটি বনেদি পরিবার পরিচয় গোপন রেখে সংবাদ দেখে তার সাথে গোপনে যোগাযোগ করে এবং তার ব্যাংক একাউন্টে আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে দেন।

জানা যায় সেই পরিবারের সদস্যরা একজন বেলজিয়াম একজন আমেরিকান এবং একজন গুজরাট রয়েছে। তাছাড়া মানবিক সংস্থা থেকে ৪৫০০০ টাকা পাথারিয়া দার বিএসএফ ক্যাম্প থেকে ১৬০০০ টাকা এবং পাথারিয়া দার এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে ৯০০০ টাকা আগরতলা হিন্দুস্তান ট্রাভেলস থেকে তার পরিবারের কলকাতা চিকিৎসার জন্য যাওয়ার টিকিট বিনামূল্যে দিয়ে দেয়।

যার ফলে মরণের পরিবার সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তার পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যম কে তার পাশে থাকার জন্য এই দুঃসময়ে ধন্যবাদ জানান সোমবার বিকেল বেলা মরণ দেবনাথ তার ছেলেকে নিয়ে বহিঃ রাজ্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য চলে যায়।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পৃথক অভিযানে বহু নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ

গুয়াহাটি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা বিএসএফ-এর জওয়ানরা পৃথক পৃথকভাবে তালাশি অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করেছেন গাঁজা, ফেন্সিডিলের মতো নেশাজাতীয় সামগ্রী। আজ সোমবার গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের অধীনস্থ করালা বিওপি-র ৩৮ ব্যাটালিয়নের বিএসএফ কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ থানার অন্তর্গত কিসমত করালা গ্রামে বিশেষ অভিযান চালায়। ওই অভিযানে নেশা সামগ্রী ৮.৭ কেজি গাঁজা এবং ৯ শিশি ফেন্সিডাইল বাজেয়াপ্ত করেছেন জওয়ানরা।

দ্বিতীয় অভিযানে গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের অধীনস্থ খুরশাহাট বিওপি-র ৩৮ ব্যাটালিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা কোচবিহারের তরাইখানা এলাকায় বিশেষ তালাশি অভিযান চালান। সেই অভিযানে ৫.৫ কেজি গাঁজা এবং ৯ শিশি ফেন্সিডাইল বাজেয়াপ্ত করেছেন জওয়ানরা। বাজেয়াপ্তকৃত নেশা জাতীয় সামগ্রীগুলো জওয়ানরা কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ পুলিশ থানায় সমঝে দিয়েছেন। নিষিদ্ধ সামগ্রীগুলো রবিবার মাঝরাতে অন্ধকারের সুযোগে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল।

সাধারণত বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্ত এলাকায় সবমসয় কড়া সতর্কে থাকেন। তার মধ্যেও একাংশ অসাধু চক্র জওয়ানদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের পাচার কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের সহযোগে বিএসএফ-এর একটি দল পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার কিসমত করালা এবং তরাইখানা গ্রামের সীমান্ত এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি অভিযানে এখন পর্যন্ত ১৪.২ কেজি গাঁজা এবং ফেন্সিডাইলের ১০১ টি শিশি বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। বিএসএফ-এর গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক সোমবার এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন।

ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ৬৩৭, করোনা-আক্রান্ত ১,৫৫,০০৫

ভুবনেশ্বর, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ওড়িশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৪,১৯৮ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৫,০০৫। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১১ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৩৭। শেষ ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৬৩ জন।সোমবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৪,১৯৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৫,০০৫। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৫,৬৭৩ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ১,১৮, ৬৪২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৬৩৭-তে পৌঁছেছে।

দিল্লি হিংসায় ধৃত উমর খালিদ, ইউএপিএ মামলা দায়ের

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনায় জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সদস্য উমর খালিদকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। দিল্লি হিংসায় উমরকে অন্যতম মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল। বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে (ইউএপিএ) তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। দিল্লি হিংসা মামলায় অনেক আগে থেকেই দিল্লি পুলিশের নজরে ছিলেন উমর খালিদ। শাহিনবাগে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন, সেখানে তিনি উস্কানিমূলক ভাষণ দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। সেই নিয়ে গত ১ আগস্ট উমরকে এক দফা জেরা করে পুলিশ।এরপর রবিবার ফের উমর খালিদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়। রবিবার সকাল থেকে টানা ১১ ঘন্টা জেরার পর, গভীর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল। পুলিশের দাবি, আম আদমি পার্টির (আপ) প্রাক্তন কাউন্সিলর তাহির হুসেনের সঙ্গে মিলে দাঙ্গার ষড়যন্ত্র কষেছিলেন উমর। উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনায় গত ৬ মার্চ প্রথম উমর খালিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। উস্কানিমূলক ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি, রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভ দেখাতে দিল্লিবাসীকে উস্কান জোগানোর দায়ে উমরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। যদিও, দিল্লি পুলিশের আনা অভিযোগ সেইসময় অস্বীকার করেন উমর।

হিন্দি ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল হিন্দি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং অস্মিতার শক্তিশালী মাধ্যম হল হিন্দি। হিন্দির বৃহত্তম শক্তি হল, বৈজ্ঞানিকতা, মৌলিকত্ব এবং সরলতা। হিন্দি দিবস উপলক্ষ্যে টুইট করে এভাবেই নিজের ভাব ব্যক্ত করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার সকালে টুইট করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখেছেন, হিন্দি দিবস উপলক্ষ্যে, হিন্দিকে সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে যাঁরা ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের প্রণাম জানাই। পাশাপাশি দেশবাসীর কাছে আহ্বান, নিজেদের মাতৃভাষার পাশাপাশি আরও বেশি করে হিন্দির ব্যবহার করুন।

টুইটারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও লেখেন, হিন্দি ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং অস্মিতার শক্তিশালী মাধ্যম হল হিন্দি। হিন্দির বৃহত্তম শক্তি হল, বৈজ্ঞানিকতা, মৌলিকত্ব এবং সরলতা। তৃতীয় টুইটে অমিত শাহ লেখেন, সীমানা ও ভূগোল দিয়ে বোঝা যায় একটি দেশকে। কিন্তু, সবথেকে বড় পরিচয় হল ভাষা।

৪৮ লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৭৯,৭২২ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্ত ভারতে বাড়ছেই! ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ।

একইসঙ্গে হু হু করে বাড়ছে মৃত্যু। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৪৮ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪৮,৪৬, ৪২৮-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,১৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৯২,০৭১ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৭৯,৭২২ জন এবং মোট সংক্রমিত ৪৮,৪৬, ৪২৮ জন।

এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৭,৮০,১০৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫৯৮।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৭৯, ৭২২ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্র প্রদেশে ৪,৯১২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ১০ জন, অসমে ৪৬৯ জন, বিহারে ৮২২ জনের, চন্ডীগড়ে ৯৩ জন, ছত্তিশগড়ে ৫৫৫ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু”জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৭৪৪ জনের, গোয়া ২৯০ জন, গুজরাটে ৩,২১০ জনের, হরিয়ানায় ৯৭৫ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৭৭ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৮৭৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৫৫৫ জনের, কর্ণাটকে ৭,২৬৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪৩৯ জন, লাদাখে ৪০ জন, মধ্যপ্রদেশে ১, ৭৬২ জন, মহারাষ্ট্রে ২৯,৫৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৪৬ জন, মেঘালয়ে ২৬ জন, নাগাল্যান্ডে ১০ জন, ওড়িশায় ৬২৬ জনের, পুদুচেরিতে ৩৮৫ জন, পঞ্জাবে ২,৩৫৬ জন, রাজস্থানে ১,২৩৬ জনের, সিকিমে ১৪ জন, তামিলনাড়ুতে ৮,৩৮১ জন, তেলেঙ্গানায় ৯৭৪ জন, ত্রিপুরায় ২০০ জন, উত্তরাখণ্ডে ৪১৪ জন, উত্তর প্রদেশে ৪,৪২৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩,৯৪৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৬৪ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৮.০০ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২০.৩৬ শতাংশ মানুষ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।